জীবনানন্দ দাশ

সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

৮৯

১৮.০৮.৭৫ ই

উৎসর্গ

বুদ্ধদেব বসুকে

ভূমিকা

ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালের আশ্বিনে। আজ প্রায় কুড়ি বছর পরে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে প্রথম সিগনেট সংস্করণ হিসেবে। এবারে বইখানির কলেবর আগের চাইতে বর্ধিত হচ্ছে; দুঃখের বিষয়, কবি বেঁচে থাকতে তা হতে পারল না, তাহলে তা নিশ্চয়ই সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষ্ঠু সার্থকতার সঙ্গে হতে পারত।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি উল্লেখ করেছিলেন যে, এই গ্রন্থে গ্রথিত কবিতাগুলির সমকালীন অনেক অপ্রকাশিত কবিতা 'ধূসরতর' হয়ে তাঁর কাছে বেঁচে রয়েছে, যদিও গ্রন্থিত অনেক কবিতার চেয়ে তাদের দাবি একটুও কম নয়। সেই সব 'ধূসরতর' কবিতা সন্ধান করতে গিয়ে দেখছি, তাদের অনেকগুলি আজ আর বেঁচে নেই; কীটদষ্ট হয়ে উদ্ধারের অতীত হয়েছে। মাত্র দু'খানি খাতা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে। সেই খাতা দু'টি থেকে মোট পনেরোটি কবিতা এ-সংস্করণে সংযোজিত হল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সুর ও সাময়িকতা যে-সব কবিতায় মোটামুটি প্রখর, সেই সব কবিতাই অগ্রাধিকার পেল। কোনো-কোনো কবিতাতে অবিশ্যি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরেকার কাব্যপর্যায়ের চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের আভাস চোখে পড়তে পারে। হয়তো এ-সব কবিতা বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহের একটা অন্তর্বর্তীকালীন সন্ধিপর্বের চিহ্নযুক্ত। এই ক্রমবিবর্তন-শীলতার উপর নির্ভর না-করে কবিতার বিন্যাসসাধনের বিষয়ে মোটামুটি ভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।

এই অপ্রকাশিত কবিতাগুলি সংযোজনের ব্যাপারে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ কবতে হচ্ছে; কেননা, প্রকাশ করার পূর্বে প্রত্যেকটি কবিতাকে পরিমার্জিত করার অভ্যাস কবির ছিল, যাতে করে 'প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে, কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে' পারে: 'পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে।' সে-রকম পরিমার্জনা করা এখন আর সম্ভবপর নয়। তাই, সংযোজিত কবিতা-গুচ্ছ যে স্রষ্টার প্রখর অভিভাবকতা লাভের সৌভাগ্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত, সহৃদয় পাঠককে এই কথাটি স্মরণে রাখতে অনুরোধ করি।

কলকাতা। আশ্বিন ১৩৬৩

অশোকানন্দ দাশ

সূচীপত্র

তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে,—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!
যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে,
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?
অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার!
তোমার এ জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল,
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই!—
শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!—
আমি ঝ'রে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,—
আমাব সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য ক'রে!

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে;
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে!—সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে অই সমুদ্রের জল!
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রেব সনে
তারে আমি পাই নাই;—কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে!—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে!

একবার কথা ক'য়ে দেশ আর দিকের দেবতা
বোবা হয়ে প'ড়ে থাকে—ভুলে যায় কথা!
যে-আগুন উঠেছিল তাদের চোখের তলে জ্ব'লে
নিভে যায়—ডুবে যায়—তারা যায় স্খ'লে!

নতুন আকাঙ্ক্ষা আসে—চ'লে আসে নতুন সময়,—
পুরানো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,
নতুনেরা আসিতেছে ব'লে!—
আমার বুকের থেকে তবুও কি পড়িয়াছে স্থ'লে
কোনো এক মানুষীর তরে
যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে!

আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত!—
যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে,—
যেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছ জেগে—
যে-আকাশ জ্বলিতেছে, তার মত মনের আবেগে
জেগে আছ;—
জানিযাছ তুমি এক নিশ্চয়তা—হয়েছ নিশ্চয়!
হয়ে যায় আকাশের তলে কত আলো—কত আগুনের ক্ষয়;—
কতবার বর্তমান হয়ে গেছে ব্যথিত অতীত—
তবুও তোমার বুকে লাগে নাই শীত
যে-নক্ষত্র ঝ'রে যায় তার!
যে-পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস—আকাশ তোমার!
জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছ—তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পার তুমি;
তোমার আকাশে তুমি উষ্ণ হয়ে আছ, তবু—
বাহিরের আকাশের শীতে
নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়,
নক্ষত্রের মতন হৃদয়
পড়িতেছে ঝ'রে—
ক্লান্ত হয়ে—শিশিরের মত শব্দ ক'রে!
জান নাকো তুমি তার স্বাদ,
তোমারে নিতেছে ডেকে জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ!

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মত তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি ম
সেদিন তোমার!

তোমার আকাশ—আলো—জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের জল
তুমিও কি চেয়েছিলে শুধু তাই! শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!
আমি চ'লে যাব,—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেই দিন পৃথিবীর 'পরে —
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

মেঠো চাঁদ

মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে
আমার মুখের দিকে,—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল,
শিশিরের জল!
মেঠো চাঁদ—কাস্তের মত বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে,—এমনি সে তাকায়েছে কত রাত—নাই লেখা-জোখা।
মেঠো চাঁদ বলে :
'আকাশের তলে
ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলের ধার
মুছে গেছে,—ফসল কাটার
সময় আসিয়া গেছে,—চ'লে গেছে কবে!—
শস্য ফলিয়া গেছে,—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়ায়ে
একা-একা!—ডাইনে আর বাঁয়ে
খড়-নাড়া—পোড়ো জমি—মাঠের ফাটল,—
শিশিরের জল!'
আমি তারে বলি :
'ফসল গিয়েছে ঢের ফলি,
শস্য গিয়েছে ঝ'রে কত,—
বুড়ো হয়ে গেছ তুমি এই বুড়ী পৃথিবীর মত!
ক্ষেতে-ক্ষেতে লাঙলের ধাব
মুছে গেছে কতবার,—কতবাব ফসল-কাটাব
সময় আসিযা গেছে,—চলে গেছে কবে!—
শস্য ফলিয়া গেছে,—তুমি কেন তবে
রয়েছ দাঁড়াযে
একা-একা!—ডাইনে আর বাঁয়ে
পোড়ো জমি—খড়-নাড়া—মাঠেব ফাটল,—
শিশিরের জল!'

পেঁচা

প্রথম ফসল গেছে ঘরে,—
হেমন্তের মাঠে-মাঠে ঝরে
শুধু শিশিরের জল;
অঘ্রাণের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশ-পাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা!
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেতে—মাঠে
জমিছে ধোঁযাটে
ধারালো কুয়াশা!
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী,—
তবু পাই টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ!
হলুদ পাতাব ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে,
পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জাগে একা অঘ্রাণের রাতে
সেই পাখি,—
আজ মনে পড়ে
সেদিনও এমনি গেছে ঘবে
প্রথম ফসল;—
মাঠে-মাঠে ঝরে এই শিশিরের সুর,—
কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুর!—
হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে,
শিশিরে পালক ঘ'ষে-ঘ'ষে,
পাখাব ছায়ায় শাখা ঢেকে,
ঘুম আব ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে,
মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে
জেগেছিল অঘ্রাণেব রাতে
এই পাখি!

নদীটির শ্বাসে
সে-রাতেও হিম হয়ে আসে
বাঁশ--পাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা,
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!
ধানক্ষেতে--মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা!
ঘরে গেছে চাষা;
ঝিমায়েছে এ-পৃথিবী,
তবু আমি পেয়েছি যে টের
কার যেন দুটো চোখে নাই এ ঘুমের
কোনো সাধ!

পঁচিশ বছর পরে

শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—
বলিলাম : 'একদিন এমন সময়
আবার আসিও তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়!—
পঁচিশ বছর পরে।'
এই ব'লে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে;
তারপর, কতবার চাঁদ আর তারা,
মাঠে-মাঠে মরে গেল, ইঁদুর-পেঁচারা
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত খুঁজে
এল-গেল!—চোখ বুজে
কতবার ডানে আর বাঁয়ে
পড়িল ঘুমায়ে
কত-কেউ!—রহিলাম জেগে
আমি একা;—নক্ষত্র যে বেগে
ছুটিছে আকাশে,
তার চেয়ে আগে চ'লে আসে
যদিও সময়,—
পঁচিশ বছর তবু কই শেষ হয়!—

তারপর—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,—

পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে,—চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়্‌কড়্‌!
শসাফুল,—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুক্‌নো মাকড়্‌সা
লতায়—পাতায়;—
ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়,—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে-মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে।

কার্তিক মাঠের চাঁদ

জেগে ওঠে হৃদয়ে আবেগ,—
পাহাড়ের মত অই মেঘ
সঙ্গে লয়ে আসে
মাঝরাতে কিম্বা শেষরাতের আকাশে
যখন তোমারে!—
মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে!
ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চ'লে
তরাসে ছেলের মত,—আকাশে নক্ষত্র গেছে জ্ব'লে
অনেক সময়,—
তারপর তুমি এলে, মাঠের শিয়রে,—চাঁদ,—
পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা,—তারপর হাতছাড়া হয়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে,—আজো তুমি তার স্বাদ লয়ে
আর একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে!
নিড়োনো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারদিকে,
শস্যের ক্ষেত চষে-চষে
গেছে চাষা চ'লে;
তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হলে
অনেক তবুও থাকে বাকি —
তুমি জান—এ-পৃথিবী আজ জানে তা কি।

সহজ

আমার এ-গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

তুমি জল—তুমি ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ—তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে!
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে!—কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে!—রাত্রির সিন্ধুর জল,
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক! তোমারে কে ভালোবাসে!—তোমারে কি কেউ
বুকে ক'রে রাখে!
জলের আবেগে তুমি চ'লে যাও,—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধু-ধু জল তোমারে যে ডাকে!

তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর!—
মানুষের—মানুষীর ভিড়
তোমারে ডাকিয়া লয় দূরে,—কত দূরে!

কোন্ সমুদ্রের পারে,—বনে—মাঠে—কিম্বা যে-আকাশ জুড়ে
উল্কার আলেয়া শুধু ভাসে!—
কিম্বা যে-আকাশে
কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
জেগে ওঠে,—ডুবে যায়,—তোমার প্রাণের সাধ
তাহাদের তরে!
যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে,—মড়ার হাতের শাদা হাড়ের মতন!—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান!—
তুমি সেইখানে!
নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মত
একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত!

কয়েকটি লাইন

কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি;
একদিন শুনেছ যে-সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ!
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি;
আমার পায়ের শব্দ শোনো,—
নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো।

উৎসবের কথা আমি কহি নাকো,
পড়ি নাকো দুর্দশার গান,
যে-কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভ'রে,—
সেই কবি- সে-ও যাবে স'রে;
যে-কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ
শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,
যে বুঝেছে,—প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে,—সে-ও যাবে স'রে;
একে-একে সবি
ডুবে যাবে;—উৎসবের কবি,
তবু বলিতে কি পারো
যাতনা পাবে না কেউ আরো?
যেই দিন তুমি যাবে চ'লে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে?
কিম্বা যদি গায়,—পৃথিবী যাবে কি তবু ভুলে
একদিন যেই ব্যথা ছিল সত্য তার?

আনন্দের আবর্তনে আজিকে আবাব
সেদিনেব পুবানো আঘাত
ভুলিবে সে? ব্যথা যাবা সয়ে গেছে বাত্রি দিন
তাহাদেব আর্ত ডান হাত
ঘুম ভেঙে জানাবে নিষেধ,
সব ক্লেশ আনন্দেব ভেদ
ভুল মনে হবে,
সৃষ্টিব বুকেব পবে ব্যথা লেগে ববে,
শয়তানেব সুন্দব কপালে
পাপেব ছাপেব মত সেই দিনও!—
মাঝবাতে মোম যাবা জ্বালে,
বোগা পায়ে কবে পাইচাবি,
দেয়ালে যাদেব ছায়া পড়ে সাবি সাবি
সৃষ্টিব দেয়ালে—!
আহ্লাদ কি পায় নাই তাবা কোনোকালে?
যেই উড়ো উৎসাহেব উৎসবেব বব
ভেসে আসে—তাই শুনে জাগে কি উৎসব?
তবে কেন বিহ্বলেব গান
গায় তাবা! —বলে কেন আমাদেব প্রাণ
পথেব আহত
মাছিদেব মত!

উৎসবেব কথা আমি কহি নাকো
পড়ি নাকো ব্যর্থতাব গান,
শুনি শুধু সৃষ্টিব আহ্বান—
তাই আসি,
নানা কাজ তাব
আমবা মিটায়ে যাই—
জাগিবাব কাল আছে—দবকাব আছে ঘুমাবাব
এই সচ্ছলতা
আমাদেব—আকাশ কহিছে কোন্ কথা
নক্ষত্রেব কানে?—
আনন্দেব? দুর্দিনেব? পড়ি নাকো।—সৃষ্টিব আহ্বানে
আসিয়াছি।
সময় সিন্ধুব মত
তুমিও আমাব মত সমুদ্রেব পানে জানি বয়েছ তাকায়ে

ঢেউয়ের হুঁচোট্ লাগে গায়ে,—
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার—আমার!
জানি না তো কোন্ কথা কও তুমি ফেনার কাপড়ে বুক ঢেকে,
ওপারের থেকে;
সমুদ্রের কানে
কোন্ কথা কই আমি এই পারে—সে কি কিছু জানে?
আমিও তোমার মত রাতের সিন্ধুর দিকে রয়েছি তাকায়ে,
ঢেউয়ের হুঁচোট্ লাগে গায়ে
ঘুম ভেঙে যায় বার-বার
তোমার আমার।

কোথাও রয়েছ, জানি,—তোমারে তবুও আমি ফেলেছি হারায়ে;
পথ চলি—ঢেউ ভেজে পায়ে;
রাতের বাতাস ভেসে আসে,
আকাশে আকাশে
নক্ষত্রের 'পরে
এই হাওয়া যেন হা-হা করে!
হু-হু ক'রে ওঠে অন্ধকার!
কোন্ রাত্রি—আঁধারের পার
আজ সে খুঁজিছে!
কত রাত ঝ'রে গেছে,—নিচে—তারো নিচে
কোন্ রাত—কোন্ অন্ধকার
একবার এসেছিল,—আসিবে না আর।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর!
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে

ঝরিতেছ জলের মতন,—
রাতের বাতাস তুমি,—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

গান গায় যেখানে সাগর তার জলের উল্লাসে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে
যেখানে সমস্ত রাত ভ'রে,
নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে
যেইখানে,
পৃথিবীর কানে
শস্য গায় গান,
সোনার মতন ধান
ফ'লে ওঠে যেইখানে,—
একদিন—হয়তো—কে জানে
তুমি আর আমি
ঠাণ্ডা ফেনা ঝিনুকের মত চুপে থামি
সেইখানে রব প'ড়ে!—
যেখানে সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের আলো পড়ে ঝ'রে,
সমুদ্রের হাওয়া ভেসে আসে,
গান গায় সিন্ধু তার জলের উল্লাসে।

ঘুমাতে চাও কি তুমি?
অন্ধকারে ঘুমাতে কি চাই?—
ঢেউয়ের গানের শব্দ
সেখানে ফেনার গন্ধ নাই?
কেহ নাই,—আঙুলের হাতের পরশ
সেইখানে নাই আর,—
রূপ যেই স্বপ্ন আনে,—স্বপ্নে বুকে জাগায় যে-রস
সেইখানে নাই তাহা কিছু;
ঢেউয়ের গানের শব্দ
যেখানে ফেনার গন্ধ নাই—
ঘুমাতে চাও কি তুমি?
সেই অন্ধকারে আমি ঘুমাতে কি চাই!
তোমারে পাব কি আমি কোনোদিন?—নক্ষত্রের তলে
অনেক চলার পথ,—সমুদ্রের জলে

গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুরে বাজে,—
ফুরাবে এ-সব, তবু—তুমি যেই কাজে
ব্যস্ত আজ—ফুরাবে না, জানি;
একদিন তবু তুমি তোমার আঁচলখানি
টেনে লবে; যেটুকু করার ছিল সেই দিন হয়ে গেছে শেষ,
আমার এ সমুদ্রের দেশ
হয়তো হয়েছে স্তব্ধ সেই দিন,—আমার এ নক্ষত্রের রাত
হয়তো সরিয়া গেছে—তবু তুমি আসিবে হঠাৎ;
গানের অনেক সুর—গানের অনেক সুর সমুদ্রের জলে,
অনেক চলার পথ নক্ষত্রের তলে!

আমার নিকট থেকে,
তোমারে নিয়েছে কেটে কখন সময়!
চাঁদ জেগে রয়
তারা-ভরা আকাশের তলে,
জীবন সবুজ হয়ে ফলে,
শিশিরের শব্দে গান গায়
অন্ধকার,—আবেগ জানায়
রাতের বাতাস!
মাটি ধুলো কাজ করে,—মাঠে-মাঠে ঘাস
নিবিড়—গভীর হয়ে ফলে!
তারা-ভরা আকাশের তলে
চাঁদ তার আকাঙ্ক্ষার স্থল খুঁজে লয়,—
আমার নিকট থেকে তোমারে নিয়েছে কেটে যদিও সময়।

একদিন দিয়েছিলে যেই ভালোবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা!
জানি আমি,—তাই
আমিও ভুলিয়া যেতে চাই
একদিন পেয়েছি যে-ভালোবাসা
তার স্মৃতি—আর তার ভাষা;
পৃথিবীতে যত ক্লান্তি আছে,
একবার কাছে এসে আসিতে চায় না আর কাছে
যে-মুহূর্ত;—
একবার হয়ে গেছে, তাই যাহা গিয়াছে ফুরায়ে
একবার হেঁটেছে যে,—তাই যার পায়ে

চলিবার শক্তি আর নাই
সব চেয়ে শীত,—তৃপ্ত তাই।

কেন আমি গান গাই?
কেন এই ভাষা
বলি আমি।—এমন পিপাসা
বার-বার কেন জাগে।
প ড়ে আছে যতটা সময়
এমনি তো হয়।

অনেক আকাশ

গানের সুরের মত বিকালের দিকের বাতাসে
পৃথিবীর পথ ছেড়ে—সন্ধ্যার মেঘের রঙ্ খুঁজে
হৃদয় ভাসিয়া যায়,—সেখানে সে কারে ভালোবাসে!—
পাখির মতন কেঁপে—ডানা মেলে—হিম-চোখ বুজে
অধীর পাতার মত পৃথিবীর মাঠের সবুজে
উড়ে-উড়ে ঘর ছেড়ে কত দিকে গিয়েছে সে ভেসে,—
নীড়ের মতন বুকে একবার তার মুখ গুঁজে
ঘুমাতে চেয়েছে,—তবু—ব্যথা পেয়ে গেছে ফেঁসে,—
তখন ভোরের রোদে আকাশে মেঘের ঠোঁট উঠেছিল হেসে!

আলোর চুমায় এই পৃথিবীর হৃদয়ের জ্বর
ক'মে যায়;—তাই নীল-আকাশের স্বাদ—সচ্ছলতা—
পূর্ণ ক'রে দিয়ে যায় পৃথিবীর ক্ষুধিত গহ্বর;
মানুষের অন্তরের অবসাদ—মৃত্যুর জড়তা
সমুদ্র ভাঙিয়া যায়;—নক্ষত্রের সাথে কয় কথা
যখন নক্ষত্র তবু আকাশের অন্ধকার রাতে—
তখন হৃদয়ে জাগে নতুন যে এক অধীরতা,
তাই ল'য়ে সেই উষ্ণ-আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে!

আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়েব যে এক ক্ষমতা
ওগো শক্তি,—তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভাব
বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রেব মতন স্বচ্ছতা!
আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার!
জীবনের পারে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার-বার যার ইসারায়,
বীণার তারের মত পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তাব
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁপে-কেঁপে ছিঁড়ে শুধু যায়!
একাকী মেঘের মত ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয়—সন্ধ্যায়!

সে এসে পাখির মত স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড়,—
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর—অস্থিরতা!
অধীর অন্তর তারে করিয়াছে অস্থির—অধীর!
তাহারি হৃদয় তারে দিয়েছে ব্যাধের মত ব্যথা!

একবার তাই নীল-আকাশের আলোর গাঢ়তা
তাহারে করেছে মুগ্ধ,—অন্ধকার নক্ষত্র আবার
তাহারে নিয়েছে ডেকে,—জেনেছে সে এই চঞ্চলতা
জীবনের;—উড়ে-উড়ে দেখেছে সে মরণের পার
এই উদ্বেলতা ল'য়ে নিশীথের সমুদ্রের মত চমৎকার!

গোধূলির আলো লয়ে দুপুরে সে করিয়াছে খেলা,
স্বপ্ন দিয়ে দুই চোখ একা-একা রেখেছে সে ঢাকি;
আকাশে আঁধার কেটে গিয়েছে যখন ভোর-বেলা
সবাই এসেছে পথে,—আসে নাই তবু সেই পাখি!—
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,
ছায়ার উপরে তার নিজের পাখার ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপনের 'পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি!
সূর্যের আলোর পরে নক্ষত্রের মত আলো জ্বেলে
সন্ধ্যার আঁধার দিয়ে দিন তার ফেলেছে সে মুছে অবহেলে!

কেউ তারে দেখে নাই;—মানুষের পথ ছেড়ে দূরে
হাড়ের মতন শাখা ছায়ার মতন পাতা ল'য়ে
যেইখানে পৃথিবীর মানুষের মত ক্ষুব্ধ হয়ে
কথা কয়,—আকাঙ্ক্ষার আলোড়নে চলিতেছে বয়ে
হেমন্তের নদী,—ঢেউ ক্ষুধিতের মত এক সুরে
হতাশ প্রাণের মত অন্ধকারে ফেলিছে নিঃশ্বাস,—
তাহাদের মত হয়ে তাহাদের সাথে গেছি রয়ে;
দূরে পড়ে পৃথিবীর ধূলা-মাটি-নদী-মাঠ-ঘাস,—
পৃথিবীর সিন্ধু দূরে,—আরো দূরে পৃথিবীর মেঘের আকাশ!

এখানে দেখেছি আমি জাগিয়াছ হে তুমি ক্ষমতা,
সুন্দর মুখের চেয়ে তুমি আরো ভীষণ,—সুন্দর।
ঝড়ের হাওয়ার চেয়ে আরো শক্তি—আরো ভীষণতা
আমারে দিয়েছে ভয়! এইখানে পাহাড়ের 'পর
তুমি এসে বসিয়াছ,—এইখানে অশান্ত সাগর
তোমারে এনেছে ডেকে;—হে ক্ষমতা, তোমার বেদনা
পাহাড়ের বনে-বনে তুলিতেছে উত্তরের ঝড়
আকাশের চোখে-মুখে তুলিতেছে বিদ্যুতের ফণা
তোমার স্ফুলিঙ্গ আমি, ওগো শক্তি,—উল্লাসের মতন যন্ত্রণা!

আমার সকল ইচ্ছা প্রার্থনার ভাষার মতন
প্রেমিকের হৃদয়ের গানের মতন কেঁপে উঠে
তোমারে প্রাণের কাছে একদিন পেয়েছে কখন!
সন্ধ্যার আলোর মত পশ্চিম মেঘের বুকে ফুটে,
আঁধার রাতের মত তারার আলোর দিকে ছুটে,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মত ঝড়ের হাওয়ার কোলে জেগে
সব আকাঙ্ক্ষার বাঁধ একবার গেছে তার টুটে!
বিদ্যুতের পিছে-পিছে ছুটে গেছি বিদ্যুতের বেগে!
নক্ষত্রের মত আমি আকাশের নক্ষত্রের বুকে গেছি লেগে!

যে-মুহূর্ত চ'লে গেছে,—জীবনের যেই দিনগুলি
ফুরায়ে গিয়েছে সব,—একবার আসে তারা ফিরে;
তোমার পায়ের চাপে তাদের করেছ তুমি ধূলি!
তোমার আঘাত দিয়ে তাদের গিয়েছ তুমি ছিঁড়ে!
হে ক্ষমতা,—মনের ব্যথার মত তাদেব শরীরে
নিমেষে-নিমেষে তুমি কতবার উঠেছিলে জেগে!
তারা সব চ'লে গেছে;—ভূতুড়ে পাতাব মত ভিড়ে
উত্তর-হাওয়ার মত তুমি আজো রহিয়াছ লেগে!
যে-সময় চ'লে গেছে তা-ও কাঁপে ক্ষমতার বিস্ময়ে—আবেগে!

তুমি কাজ ক'রে যাও, ওগো শক্তি, তোমাব মতন!
আমাবে তোমার হাতে একাকী দিয়েছি আমি ছেড়ে;
বেদনা-উল্লাসে তাই সমুদ্রের মত ভবে মন!—
তাই কৌতূহল—তাই ক্ষুধা এসে হৃদয়েরে ঘেরে,—
জোনাকিব পথ ধ'রে তাই আকাশের নক্ষত্রেরে
দেখিতে চেয়েছি আমি,—নিরাশার কোলে ব'সে একা
চেয়েছি আশারে আমি,—বাঁধনের হাতে হেরে-হেরে
চাহিয়াছি আকাশের মত এক অগাধের দেখা!—
ভোরের মেঘের ঢেউয়ে মুছে দিয়ে বাতের মেঘের কালো বেখা!

আমি প্রণয়িনী,—তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী!
আমার সকল প্রেম উঠেছে চোখের জলে ভেসে!—
প্রতিধ্বনির মত হে ধ্বনি, তোমার কথা কহি
কেঁপে উঠে—হৃদয়ের সে যে কত আবেগে আবেশে!
সব ছেড়ে দিয়ে আমি তোমারে একাকী ভালোবেসে
তোমার ছায়ার মত ফিরিয়াছি তোমার পিছনে!

তবুও হারায়ে গেছ,—হঠাৎ কখন কাছে এসে
প্রেমিকের মত তুমি মিশেছ আমার মনে-মনে
বিদ্যুৎ জ্বালায়ে গেছ,—আগুন নিভায়ে গেছ হঠাৎ গোপনে!

কেন তুমি আস যাও?—হে অস্থির, হবে নাকি ধীর!
কোনোদিন?—রৌদ্রের মতন তুমি সাগরের 'পরে
একবার—দুইবার জ্ব'লে উঠে হতেছ অস্থির!—
তারপর, চ'লে যাও কোন্ দূরে পশ্চিমে—উত্তরে,—
সেখানে মেঘের মুখে চুমো খাও ঘুমের ভিতরে,
ইন্দ্র-ধনুকের মত তুমি সেইখানে উঠিতেছ জ্ব'লে,
চাঁদের আলোর মত একবার রাত্রির সাগরে
খেলা কর;—জ্যোৎস্না চ'লে যায়,—তবু তুমি যাও চ'লে
তার আগে;—যা বলেছ একবার, যাবে নাকি আবার তা ব'লে!

যা পেয়েছি একবার পাব নাকি আবার তা খুঁজে!
যেই রাত্রি যেই দিন একবার কয়ে গেল কথা
আমি চোখ বুজিবার আগে তারা গেল চোখ বুজে,
ক্ষীণ হয়ে নিভে গেল সলিতার আলোর স্পষ্টতা!
ব্যথার বুকের 'পরে আর এক ব্যথা-বিহ্বলতা
নেমে এল;—উল্লাস ফুরায়ে গেল নতুন উৎসবে;
আলো-অন্ধকার দিয়ে বুনিতেছি শুধু এই ব্যথা,—
দুলিতেছি এই ব্যথা-উল্লাসের সিন্ধুর বিপ্লবে!
সব শেষ হবে;—তবু আলোড়ন,—তা কি শেষ হবে!

সকল যেতেছে চ'লে,—সব যায় নিভে—মুছে—ভেসে—
যে-সুর থেমেছে তার স্মৃতি তবু বুকে জেগে রয়!
যে-নদী হারায়ে যায় অন্ধকারে—রাতে—নিরুদ্দেশে,
তাহার চঞ্চল জল স্তব্ধ হয়ে কাঁপায় হৃদয়!
যে-মুখ মিলায়ে যায় আবার ফিরিতে তারে হয়
গোপনে চোখের 'পরে,—ব্যথিতের স্বপ্নের মতন!
ঘুমন্তের এই অশ্রু—কোন্ পীড়া—সে কোন্ বিস্ময়
জানায়ে দিতেছে এসে!—রাত্রি-দিন আমাদের মন
বর্তমান অতীতের গুহা ধ'রে একা-একা ফিরিছে এমন!

আমরা মেঘের মত হঠাৎ চাঁদের বুকে এসে
অনেক গভীর রাতে—একবার পৃথিবীর পানে

চেয়ে দেখি, আবার মেঘের মত চুপে-চুপে ভেসে
চ'লে যাই এক ক্ষীণ বাতাসের দুর্বল আহ্বানে
কোন্ দিকে পথ বেয়ে!—আমাদের কেউ কি তা জানে।
ফ্যাকাশে মেঘের মত চাঁদের আকাশ পিছে রেখে
চ'লে যাই;—কোন্ এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে?
পাখির মায়ের মত আমাদের নিতেছে সে ডেকে
আরো আকাশের দিকে,—অন্ধকারে,—অন্য কারো আকাশের থেকে!

একদিন বুজিবে কি চারিদিকে রাত্রির গহ্বর!—
নিবন্ত বাতির বুকে চুপে-চুপে যেমন আঁধার
চ'লে আসে,—ভালোবেসে—নুয়ে তার চোখের উপর
চুমো খায়,—তারপর তারে কোলে টেনে লয় তার;—
মাথার সকল স্বপ্ন—হৃদয়ের সকল সঞ্চার
একদিন সেই শূন্য সেই শীত-নদীর উপরে
ফুরাবে কি?—দুলে-দুলে অন্ধকারে তবুও আবার
আমার রক্তের ক্ষুধা নদীর ঢেউয়ের মত স্বরে
গান গাবে,—আকাশ উঠিবে কেঁপে আবার সে সঙ্গীতের ঝড়ে।

পৃথিবীর—আকাশের পুরানো কে আত্মার মতন
জেগে আছি;—বাতাসের সাথে-সাথে আমি চলি ভেসে,
পাহাড়ে-হাওয়ার মত ফিরিতেছে একা-একা মন,
সিন্ধুর ঢেউয়ের মত দুপুরের সমুদ্রের শেষে
চলিতেছে;—কোন্ এক দূর দেশ—কোন্ নিরুদ্দেশে
জন্ম তার হয়েছিল,—সেইখানে উঠেছে সে বেড়ে;
দেহের ছায়ার মত আমার মনের সাথে মেশে
কোন্ স্বপ্ন!—এ-আকাশ ছেড়ে দিয়ে কোন্ আকাশেরে
খুঁজে ফিরি!—গুহার হাওয়ার মত বন্দী হয়ে মন তব ফেরে!

গাছের শাখার জালে এলোমেলো আঁধারের মত
হৃদয় খুঁজিছে পথ, ভেসে-ভেসে,—সে যে কারে চায়!
হিমের হাওয়ার হাত তার হাড় করিছে আহত,—
সে-ও কি শাখার মত—পাতার মতন ঝ'রে যায়।
বনের বুকের গান তার মত শব্দ ক'রে গায়।
হৃদয়ের সুর তার সে যে কবে ফেলেছে হারায়ে!
অন্তরের আকাঙ্ক্ষারে—স্বপনেরে বিদায় জানায়
জীবন-মৃত্যুর মাঝে চোখ বুজে একাকী দাঁড়ায়ে;

ঢেউয়ের ফেনার মত ক্লান্ত হয়ে মিশিবে কি সে-ঢেউয়ের গায়ে!

হয়তো সে মিশে গেছে,—তারে খুঁজে পাবে নাকো কেউ!
কেন যে সে এসেছিল পৃথিবীর কেহ কি তা জানে!
শীতের নদীর বুকে অস্থির হয়েছে যেই ঢেউ
শুনেছে সে উষ্ণ-গান সমুদ্রের জলের আহ্বানে!
বিদ্যুতের মত অল্প আয়ু তবু ছিল তার প্রাণে,
যে-ঝড় ফুরায়ে যায় তাহার মতন বেগ লয়ে
যে-প্রেম হয়েছে ক্ষুব্ধ সেই ব্যর্থ-প্রেমিকের গানে
মিলায়েছে গান তার,—তারপর চ'লে গেছে বয়ে।
সন্ধ্যার মেঘের রঙ্ কখন গিয়েছে তার অন্ধকার হয়ে!

তবুও নক্ষত্র এক জেগে আছে,—সে যে তারে ডাকে!
পৃথিবী চায়নি যারে,—মানুষ করেছে যারে ভয়
অনেক গভীর রাতে তারায়-তারায় মুখ ঢাকে
তবুও সে!--কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়
তাহার মানুষ-চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয়!
মানুষীর মত? কিম্বা আকাশের তারাটির মত,—
সেই দূর-প্রণয়িনী আমাদের পৃথিবীর নয়!
তার দৃষ্টি-তাড়নায় করেছে যে আমারে ব্যাহত,—
ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মত বিষম সে-ক্ষত!

আলো আর অন্ধকারে তার ব্যথা-বিহ্বলতা লেগে,
তাহার বুকের রক্তে পৃথিবী হতেছে শুধু লাল!—
মেঘের চিলের মত—দুরন্ত চিতার মত বেগে
ছুটে যাই,—পিছে ছুটে আসিতেছে বৈকাল-সকাল
পৃথিবীর;—যেন কোন্ মায়াবীর নষ্ট-ইন্দ্রজাল
কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে! কেঁপে-কেঁপে পড়িতেছে ঝ'রে!
আরো কাছে আসিয়াছি তবু আজ,—আরো কাছে কাল
আসিব তবুও আমি;—দিন-রাত্রি রব পিছে প'ড়ে,—
তারপর একদিন কুয়াশার মত সব বাধা যাবে স'রে!

সিন্ধুর ঢেউয়ের তলে অন্ধকার রাতের মতন
হৃদয় উঠিতে আছে কোলাহলে কেঁপে বার-বার!
কোথায় রয়েছে আলো জেনেছে তা,—বুঝেছে তা মন,—
চারিদিকে ঘিরে তারে রহিয়াছে যদিও আঁধার!

একদিন এই গুহা ব্যথা পেয়ে আহত হিয়ার
বাঁধন খুলিয়া দেবে!—অধীর ঢেউয়ের মত ছুটে
সেদিন সে খুঁজে লবে অই দূর নক্ষত্রের পার!
সমুদ্রের অন্ধকারে গহ্বরের ঘুম থেকে উঠে
দেখিবে জীবন তার খুলে গেছে পাখির ডিমের মত ফুটে!

পরস্পর

মনে প'ড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম,—শোনো তবে,—
শুনিতে লাগিল সবে,
শুনিল কুমার;
কহিলাম,—দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমোনো সে এক মেয়ে,—নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে;
সেইখানে আর নাই কেহ,—
এক ঘরে পালঙ্কের 'পরে শুধু একখানা দেহ
প'ড়ে আছে;—পৃথিবীর পথে-পথে রূপ খুঁজে-খুঁজে
তারপর,—তারে আমি দেখেছি গো,—সেও চোখ বুজে
প'ড়ে ছিল;—মসৃণ হাড়ের মত শাদা হাত দুটি
বুকের উপরে তার রয়েছিল উঠি!
আসিবে না গতি যেন কোনোদিন তাহার দু'পায়ে,
পাথরের মত শাদা গায়ে
এর যেন কোনোদিন ছিল না হৃদয় –
কিম্বা ছিল—আমার জন্য তা নয়!
আমি গিয়ে তাই তারে পারি নি জাগাতে,
পাষাণের মত হাত পাষাণের হাতে
রয়েছে আড়ষ্ট হয়ে লেগে;
তবুও,- হয়তো তবু উঠিবে সে জেগে
তুমি যদি হাত দুটি ধরো গিয়ে তার!—
ফুরালাম রূপকথা, শুনিল কুমার।
তারপর, কহিল কুমার,
আমিও দেখেছি তারে,—বসন্তসেনার
মত সেইজন নয়,—কিম্বা হবে তাই,—
ঘুমন্ত দেশের সে-ও বসন্তসেনাই!
মনে পড়ে,—শোনো,—মনে পড়ে
নবমী ঝরিয়া গেছে নদীর শিয়রে,—
(পদ্মা—ভাগীরথী—মেঘনা—কোন্ নদী যে সে,—
সে সব জানি কি আমি!—হয়তো বা তোমাদের দেশে
সেই নদী আজ আর নাই,—
আমি তবু তার পাড়ে আজো তো দাঁড়াই!)
সেদিন তারার আলো—আর নিবু-নিবু জ্যোৎস্নায়
পথ দেখে, যেইখানে নদী ভেসে যায়

কান দিয়ে তার শব্দ শুনে,
দাঁড়ায়েছিলাম গিয়ে মাঘরাতে,—কিম্বা ফাল্‌গুনে।
দেশ ছেড়ে শীত যায় চ'লে
সে সময়,—প্রথম দখিনে এসে পড়িতেছে ব'লে
রাতারাতি ঘুম ফেঁসে যায়,
আমারো চোখের ঘুম খসেছিল হায়,—
বসন্তের দেশে
জীবনের—যৌবনের!—আমি জেগে,—ঘুমন্ত শুয়ে সে!
জমানো ফেনার মত দেখা গেল তারে
নদীর কিনারে!
হাতির দাঁতের গড়া মূর্তির মতন
শুয়ে আছে,—শুয়ে আছে—শাদা হাতে ধব্‌ধবে স্তন
রেখেছে সে ঢেকে!
বাকিটুকু,—থাক্‌—আহা,—একজনে দেখে শুধু—দেখে না অনেকে
এই ছবি!
দিনের আলোয় তার মুছে যায় সবি!—
আজো তবু খুঁজি
কোথায় ঘুমন্ত তুমি চোখ আছ বুজি!

কুমারের শেষ হলে পরে,—
আর এক দেশের এক রূপকথা বলিল আর এক জন,
কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনিচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন!
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা,—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে!
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—শাদা,—বরফের কুঁচির মতন!
তাহাদের মুখ চোখ ভিজে,—
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল!

কাচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
পায়ে-চলা-পথ ছেড়ে ভাসে তারা সাগরের গায়ে,—
কাঁকরের রক্ত কই তাহাদের পায়ে!
রূপার মতন চুল তাহাদের ঝিক্‌মিক্‌ করে
উত্তর সাগরে!
বরফের কুঁচির মতন
সেই জল-মেয়েদের স্তন!
মুখ বুক ভিজে,
ফেনার শেমিজে
শরীর পিছল!
কাচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!
উত্তর সাগরে!

সবাই থামিলে পরে মনে হল- এক দিন আমি যাব চ'লে
কল্পনার গল্প সব ব'লে;
তারপর,—শীত-হেমন্তেব শেষে বসন্তের দিন
আবার তো এসে যাবে;
এক কবি,—তন্ময়,—শৌখিন,—
আবাব তো জন্ম নেবে তোমাদের দেশে!
আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা,—পরীর মতন এক ঘুমোনো মেয়ে সে
হীরের ছুরির মত গায়ে
আরো ধার লবে সে শানায়ে!
সেই দিনও তার কাছে হয় তো রবে না আর কেউ,—
মেঘের মতন চুল,—তার সে চুলের ঢেউ
এমনি পড়িয়া রবে পালঙ্কেব 'পর,—
ধূপের ধোঁয়ার মত ধলা সেই পুরীর ভিতর।
চার পাশে তার
রাজ—যুবরাজ—জেতা—যোদ্ধাদের হাড়
গড়েছে পাহাড়!
এ রূপকথার এই রূপসীর ছবি
তুমিও দেখিবে এসে,—
তুমিও দেখিবে এসে কবি!

পাথরের হাতে তার রাখিবে তো হাত,—
শরীরে ননীর ছিরি,—ছুঁয়ে দেখো—চোখা ছুরি,—ধারালো হাতির দাঁত!
হাড়েরই কাঠামো শুধু,—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা
ছিল কই!—তবু, সে কি জেগে যাবে? কবে সে কি কথা
তোমার রক্তের তাপ পেয়ে?—
আমার কথার এই মেয়ে,—এই মেয়ে!
কে যেন উঠিল ব'লে,—তোমরা তো বলো রূপকথা,—
তেপান্তরে গল্প সব,—ওর কিছু আছে নিশ্চয়তা!
হয় তো অমনি হবে,—দেখিনিকো তাহা;
কিন্তু, শোনো,—স্বপ্ন নয়,—আমাদেরি দেশে কবে, আহা!—
যেখানে মায়াবী নাই,—জাদু নাই কোনো,—
এ-দেশের—গাল নয়,—গল্প নয়, দু' একটা শাদা কথা শোনো!
সে-ও এক রোদে লাল দিন,
রোদে লাল,—সবুজীর গানে গানে সহজ স্বাধীন
একদিন,—সেই একদিন!
ঘুম ভেঙে গিয়েছিল চোখে,
ছেঁড়া করবীর মত মেঘের আলোকে
চেয়ে দেখি রূপসী কে প'ড়ে আছে খাটের উপরে!
মায়াবীর ঘরে
ঘুমন্ত কন্যার কথা শুনেছি অনেক আমি, দেখিলাম তবু চেয়ে-চেয়ে
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর,—মানুষের দেশের মতন;
রূপ ঝ'রে যায়,—তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন,—
যে-যৌবন ছিঁড়ে ফেঁড়ে যায়,
যারা ভয় পায়
আয়নায় তার ছবি দেখে!—
শরীরের ঘুণ রাখে ঢেকে,
ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে,—অসুখে!—
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা,—ভিতরে অসুখ!
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে!—
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর,—ফোঁপ্রার মত ক'রে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে!...
সবাই উঠিল ব'লে,—ঠিক—ঠিক—ঠিক!

আবার বলিল সেই সৌন্দর্য-তান্ত্রিক,—
আমায় বলেছে সে কি শোনো,—
আর এক জন এই,—
পরী নয়,—মানুষও সে হয়নি এখনো;—
বলেছে সে,—কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে?—আসিবে তো?—তুমি আসিবে তো!
দেখা যদি পেত!
নিকটে বসায়ে
কালো খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
কি কথা বলিতে গিয়ে থেমে যেত শেষে
ফিক্ ক'রে হেসে!
তবু, আরো কথা
বলিতে আসিত,—তবু, সব প্রগল্ভতা
থেমে যেত!
খোঁপা বেঁধে,—ফের খোঁপা ফেলিত খসায়ে,—
স'রে যেত দেয়ালের গায়ে
রহিত দাঁড়ায়ে!
রাত ঢের,—বাড়িবে আরো কি
এই রাত!—বেড়ে যায়,—তবু চোখোচোখি
হয় নাই দেখা
আমাদের দুজনার!—দুইজন,—একা!—
বার-বার চোখ তবু কেন ওর ভ'রে আসে জলে!
কেন বা এমন ক'রে বলে,
কাল সাঁঝরাতে
আবার তোমার সাথে
দেখা হবে?—আসিবে তো?—তুমি আসিবে তো!—
আমি না কাঁদিতে কাঁদে, দেখা যদি পেত!
দেখা দিয়ে বলিলাম, 'কে গো তুমি?'—বলিল সে, 'তোমার বকুল,—
মনে আছে?'—'এগুলো কি? বাসি চাঁপাফুল?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে।'—'ভালোবাস?'—হাসি পেল,—হাসি!
'ফুলগুলো বাসি নয়,—আমি শুধু বাসি!'
আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেলে,
নিবানো মাটির বাতি জেবলে
চ'লে এল কাছে,—
জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,—

আজো এত চুল!
চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক'খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি;
চোখ দুটো চূণ-চূণ,—মুখ খড়ি-খড়ি!
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি!

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়!

সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে!
কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
সহজ লোকের মত! তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর!—কোনো নিশ্চয়তা
কে জানিতে পারে আর?—শরীরের স্বাদ
কে বুঝিতে চায় আর?—প্রাণের আহ্লাদ
সকল লোকের মত কে পাবে আবার!
সকল লোকেব মত বীজ বুনে আর
স্বাদ কই!—ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে,
শরীরে মাটির গন্ধ মেখে,
শরীরে জলের গন্ধ মেখে,
উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে
চাষার মতন প্রাণ পেয়ে
কে আর রহিবে জেগে পৃথিবীর 'পরে?
স্বপ্ন নয়,—শান্তি নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে
মাথার ভিতরে!

পথে চ'লে পারে—পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে·
মড়ার খুলির মত ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মত ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে!
তবু সে চোখের চারিপাশে!

তবু সে বুকের চারিপাশে।
আমি চলি, সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।

আমি থামি,—
সে-ও থেমে যায়;

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
    আমার চোখেই শুধু ধাঁধাঁ?
    আমার পথেই শুধু বাধা?
জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
    সন্তানের মত হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
    যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
    যাহাদের; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চ'লে
    জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে;
    তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
    আমার হৃদয় না কি?—তাহাদের মন
    আমার মনের মত না কি?—
    তবু কেন এমন একাকী?
    তবু আমি এমন একাকী!

হাতে তুলে দেখি নি কি চাষার লাঙল?
বাল্‌টিতে টানি নি কি জল?
কাস্তে হাতে কতবার যাই নি কি মাঠে?
মেছোদের মত আমি কত নদী ঘাটে
ঘুরিয়াছি;
পুকুরের পানা শ্যাওলা—আঁশটে গায়ের ঘ্রাণ গায়ে
গিয়েছে জড়ায়ে;
—এই সব স্বাদ:
—এ সব পেয়েছি আমি;—বাতাসের মতন অবাধ
বয়েছে জীবন,
নক্ষত্রের তলে শুয়ে ঘুমায়েছে মন
এক দিন;

এই সব সাধ
জানিয়াছি একদিন,—অবাধ—অগাধ;
চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে;—
ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা ক'রে চ'লে গেছে—যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে;
তবুও সাধনা ছিল একদিন,—এই ভালোবাসা;
আমি তার উপেক্ষার ভাষা
আমি তার ঘৃণার আক্রোশ
অবহেলা ক'রে গেছি; যে-নক্ষত্র—নক্ষত্রের দোষ
আমার প্রেমের পথে বার-বার দিয়ে গেছে বাধা
আমি তা ভুলিয়া গেছি;
তবু এই ভালোবাসা—ধুলো আর কাদা— ।

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে না কি? পাবে না আহ্লাদ
মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!
মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!
শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!

এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ

চায় না সে?—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

অবসরের গান

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মত এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে;
মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার,—চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ,
তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,
দেহের স্বাদের কথা কয়;—
বিকালের আলো এসে (হয়তো বা) নষ্ট ক'রে দেবে তার সাধের সময়!
চারিদিকে এখন সকাল,—
রোদের নরম রং শিশুর গালের মত লাল!
মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ,—
পাড়াগাঁর পথে ক্ষান্ত উৎসবের পড়েছে আহ্বান!

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে!
শরীর এলায়ে আসে এইখানে ফলন্ত ধানের মত ক'রে,
যেই রোদ একবার এসে শুধু চ'লে যায় তাহার ঠোঁটের চুমো ধ'রে
আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া—রোদ—ক্ষুদ—কুঁড়া—কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ্ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!
আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে!
আজো তবু ফুরায় নি বৎসরের নতুন বয়স,
মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়ে কাঁচা রৌদ,—ভাঁড়ারের রস!

মাছির গানের মত অনেক অলস শব্দ হয়
সকাল বেলার রৌদ্রে; কুঁড়েমির আজিকে সময়।

গাছের ছায়ার তলে মদ লয়ে কোন্ ভাঁড় বেঁধেছিল ছড়া!
তার সব কবিতার শেষ পাতা হবে আজ পড়া;
ভুলে গিয়ে রাজ্য—জয়—সাম্রাজ্যের কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা;

ডেকে লব আইবুড় পাড়াগাঁর মেয়েদের সব;—
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে,—
সুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে
কার্তিকের মিঠা রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে;

ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ;
রাগ কেহ করিবে না—আমাদের দেখে হিংসা করিবে না কেহ।
আমাদের অবসর বেশি নয়,—ভালোবাসা আহ্লাদের অলস সময়
আমাদের সকলের আগে শেষ হয়
দূরের নদীর মত সুর তুলে অন্য এক ঘ্রাণ—অবসাদ—
আমাদের ডেকে লয়,—তুলে লয় আমাদের ক্লান্ত মাথা—অবসন্ন হাত।

তখন শস্যের গন্ধ ফুরায়ে গিয়েছে ক্ষেতে—রোদ গেছে প'ড়ে,
এসেছে বিকালবেলা তার শান্ত শাদা পথ ধ'রে;
তখন গিয়েছে থেমে অই কুঁড়ে গেঁয়োদের মাঠের রগড়;
হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার 'পর;
মদের ফোঁটার শেষ হয়ে গেছে এ-মাঠের মাটির ভিতর।
তখন সবুজ ঘাস হয়ে গেছে শাদা সব, হয়ে গেছে আকাশ ধবল,
চ'লে গেছে পাড়াগাঁর আইবুড় মেয়েদের দল!

২

পুরোনো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের 'পরে;
সবুজ ধানের নিচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চ'লে গেছে;—আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা;
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!

ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
প্রেম আর পিপাসার গান
আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!
ফসল—ধানের ফলে যাহাদের মন

ভ'রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা ক'রে গেছে
পৃথিবীর সব সিংহাসন—
আমাদের পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়—
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নিচে পৃথিবীর তলে!
কোটালের মত তারা নিঃশ্বাসের জলে
ফুরায় নি তাদের সময়;
পৃথিবীর পুরোহিতদের মত তারা করে নাই ভয়!
প্রণয়ীর মত তারা ছেঁড়ে নি হৃদয়
ছড়া বেঁধে শহরের মেয়েদের নামে!—
চাষাদের মত তারা ক্লান্ত হয়ে কপালের ঘামে
কাটায়নি—কাটায়নি কাল!
অনেক মাটির নিচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে!
যোদ্ধা—জয়ী—বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে—পাশাপাশি—
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি!

অনেক রাতের আগে এসে তারা চলে গেছে,—তাদের দিনের আলো
হয়েছে আঁধার,
সেই সব গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়,—
আজ এই অন্ধকারে আসিবে কি আর?
তাদের ফলন্ত দেহ শুষে লয়ে জন্মিয়াছে আজ এই ক্ষেতেব ফসল;
অনেক দিনের গন্ধে ভরা ঐ ইঁদুরেরা জানে তাহা,—জানে তাহা নবম
রাতের হাতে ঝরা এই শিশিরের জল!
সে সব পেঁচারা আজ বিকালেব নিশ্চলতা দেখে
তাহাদের নাম ধ'রে যায় ডেকে ডেকে।
মাটির নিচের থেকে তারা
মৃতের মাথার স্বপ্নে ন'ড়ে উঠে জানায় কি অদ্ভুত ইসারা!

আঁধারের মশা আর নক্ষত্র তা জানে,—
আমরাও আসিয়াছি ফসলের মাঠের আহ্বানে।
সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে
শহর—বন্দর—বস্তি—কারখানা দেশ্‌লাইয়ে জ্বেলে
আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে;
শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।

শীতল চাঁদের মত শিশিরের ভিজা পথ ধ'রে
আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই মরে
দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে মাছির মতন;
অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!

—জমি উপ্‌ড়ায়ে ফেলে চলে গেছে চাষা
নতুন লাঙল তার প'ড়ে আছে,—পুরানো পিপাসা
জেগে আছে মাঠের উপরে;
সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা অই আমাদের তরে!
হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে,—
দুই পা ছড়ায়ে বস এইখানে পৃথিবীর কোলে।

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ;
অবসর আছে তার,—অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,—
এটুকু সময় তাই কেটে যাক্ রূপ আর কামনার গানে!

৩

ফুরোনো ক্ষেতের গন্ধে এইখানে ভরেছে ভাঁড়ার;
পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নাই,—কোনো কৃষকের মত দরকার নাই দূরে
মাঠে গিয়ে আর!
রোধ—অবরোধ—ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,—
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে,—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়!
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং
দামামা থামায়ে ফেল,—পেঁচার পাখার মত অন্ধকারে ডুবে যাক্ রাজ্য
আর সাম্রাজ্যের সং!

এখানে নাহিকো কাজ,—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়!
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

এখানে চকিত হ'তে হবে নাকো,—ত্রস্ত হয়ে পড়িবার নাহিকো সময়;
উদ্যমের ব্যথা নাই,—এইখানে নাই আর উৎসাহের ভয়!
এইখানে কাজ এসে জমে নাকো হাতে,
মাথায় চিন্তার ব্যথা হয় না জমাতে!
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,—
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর;
ভালোবাসা আসিবে না,—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর!

অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ন সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীব নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়;
সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,
গ্রীষ্মেব সমুদ্র থেকে চোখেব ঘুমেব গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুযে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে ঘুমাবার
সাধ ভালোবেসে।

ক্যাম্পে

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প্ আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি,—
কাহারে সে ডাকে!

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।

চারিপাশে বনের বিস্ময়,
চৈত্রের বাতাস,
জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন!
ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে:
কোথাও অনেক বনে—যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই
পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তাব;
তাহারা পেতেছে টের,
আসিতেছে তার দিকে।
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে;
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়—আঘ্রাণে—আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তেব বাতে;

এইখানে আমার নক্‌টার্ন্‌—।

একে-একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নিচে—জ্যোৎস্নায়!—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
—তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর,
শুয়ে-শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে,
এইখানে পড়ে থেকে একা-একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া,
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এই সব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
মাংস খাওয়া হল তবু শেষ?
কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
তাই ঘাইহরিণীর মত?

আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মত
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস লয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?

দোনলাব শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায়,
আমার হৃদয়ে ঘুম আসে নাকো
একা-একা শুয়ে থেকে;
বন্দুকেব শব্দ তবু চুপে-চুপে ভুলে যেতে হয।
ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হবিণেবা মরে যায
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিযে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন;—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে—কথা ভেবে—ভেবে।

এই ব্যথা,—এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে,—
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,—মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদেব সবেব জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মত
আমবা সবাই।

চারিদিকে বেজে ওঠে অন্ধকার সমুদ্রের স্বর,—
নতুন রাত্রির সাথে পৃথিবীর বিবাহের গান!
ফসল উঠিছে ফ'লে,—রসে রসে ভরিছে শিকড়;
লক্ষ নক্ষত্রের সাথে কথা কয় পৃথিবীর প্রাণ!
সে কোন্‌ প্রথম ভোরে পৃথিবীতে ছিল যে সন্তান
অঙ্কুরের মত আজ জেগেছে সে জীবনের বেগে!
আমার দেহের গন্ধে পাই তার শরীরের ঘ্রাণ,—
সিন্ধুর ফেনার গন্ধ আমার শরীরে আছে লেগে!
পৃথিবী রয়েছে জেগে চক্ষু মেলে,—তার সাথে সে-ও আছে জেগে!

২

নক্ষত্রের আলো জ্বেলে পরিষ্কার আকাশের 'পর
কখন এসেছে রাত্রি!—পশ্চিমের সাগরের জলে
তার শব্দ;—উত্তর সমুদ্র তার,—দক্ষিণ সাগর
তাহার পায়ের শব্দে—তাহার পায়ের কোলাহলে
ভ'রে ওঠে;—এসেছে সে আকাশের নক্ষত্রের তলে
প্রথম যে এসেছিল, তারি মত;—তাহার মতন
চোখ তার,—তাহার মতন চুল,—বুকের আঁচলে
প্রথম মেয়ের মত,—পৃথিবীর নদী মাঠ বন
আবার পেয়েছে তারে,—সমুদ্রের পারে রাত্রি এসেছে এখন!

৩

সে এসেছে,—আকাশের শেষ আলো পশ্চিমের মেঘে
সন্ধ্যার গহ্বর খুঁজে পালায়েছে!—রক্তে-রক্তে লাল
হয়ে গেছে বুক তার,—আহত চিতার মত বেগে
পালায়ে গিয়েছে রোদ,—স'রে গেছে আলোর বৈকাল!
চ'লে গেছে জীবনের 'আজ' এক,—আর এক 'কাল'
আসিত না যদি আর আলো লয়ে—রৌদ্র সঙ্গে লয়ে!—
এই রাত্রি—নক্ষত্র সমুদ্র লয়ে এমন বিশাল
আকাশের বুক থেকে পড়িত না যদি আর ক্ষয়ে!—
রয়ে যেত,—যে-গান শুনি নি আর তাহার স্মৃতির মত হয়ে!

৪

যে-পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয়,—
শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে;—
যে-মুখ যুবার ছিল,—তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
হেমন্ত রাতের আগে ঝ'রে যায়,—প'ড়ে যায় নুয়ে;—
পৃথিবীর এই ব্যথা বিহ্বলতা অন্ধকারে ধুয়ে
পূর্ব সাগরের ঢেউয়ে,—জলে-জলে, পশ্চিম সাগরে
তোমার বিনুনি খুলে,—হেঁট হয়ে,—পা তোমার থুয়ে,—
তোমার নক্ষত্র জ্বেলে,—তোমার জলের স্বরে-স্বরে
রয়ে যেতে যদি তুমি আকাশের নিচে,—নীল পৃথিবীর 'পরে!

৫

ভোরের সূর্যের আলো পৃথিবীর গুহায় যেমন
মেঘের মতন চুল—অন্ধকার চোখের আস্বাদ
একবার পেতে চায়;—যে-জন রয় না—যেই জন
চলে যায়, তারে পেতে আমাদের বুকে যেই সাধ;—
যে ভালোবেসেছে শুধু, হয়ে গেছে হৃদয় অবাধ
বাতাসের মত যার,—তাহার বুকের গান শুনে
মনে যেই ইচ্ছা জাগে;—কোনো দিন দেখে নাই চাঁদ
যেই রাত্রি,—নেমে আসে লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্রেরে গুনে
যেই রাত্রি, আমি তার চোখে চোখ, চুলে তার চুল নেব বুনে!

৬

তুমি রয়ে যাবে,—তবু,—অপেক্ষায় রয় না সময়
কোনোদিন;—কোনোদিন রবে না সে পথ থেকে স'রে!
সকলেই পথ-চলে,—সকলেই ক্লান্ত তবু হয়;—
তবুও দু'জন কই ব'সে থাকে হাতে হাত ধ'রে!
তবুও দু'জন কই কে কাহারে রাখে কোলে ক'রে!
মুখে রক্ত ওঠে—তবু কমে কই বুকের সাহস!
যেতে হবে,—কে এসে চুলের ঝুঁটি টেনে লয় জোরে!
শরীরের আগে কবে ঝ'রে যায় হৃদয়ের রস!—
তবু,—চলে,—মৃত্যুর ঠোঁটের মত দেহ যার হয়নি অবশ!

৭

হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি!—
কবরের থেকে শুধু আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা!—
আমরাও ছায়া হয়ে,—ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি!—
মনের নদীর পার নেমে আসে তাই সন্ধ্যাবেলা
সন্ধ্যার অনেক আগে!—দুপুরেই হয়েছি একেলা!
আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন!
বিকালবেলার আগে ভেঙে গেছে বিকালের মেলা,—
শরীর রয়েছে, তবু মরে গেছে আমাদের মন!
হেমন্ত আসে নি মাঠে,—হলুদ পাতায় ভরে হৃদয়েব বন!

৮

শীত-রাত ঢের দূরে,—অস্থি তবু কেঁপে ওঠে শীতে!
শাদা হাত দুটো শাদা হাড় হয়ে মৃত্যুর খবর
একবার মনে আনে,—চোখ বুজে তবু কি ভুলিতে
পারি এই দিনগুলো!—আমাদের রক্তের ভিতর
বরফের মত শীত,—আগুনের মত তবু জ্বর!
যেই গতি,—সেই শক্তি পৃথিবীর অন্তরে পঞ্জরে;—
সবুজ ফলায়ে যায় পৃথিবীর বুকের উপর,—
তেমনি স্ফুলিঙ্গ এক আমাদের বুকে কাজ করে!
শস্যের কীটের আগে আমাদের হৃদয়ের শস্য তবু মরে!

৯

যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে,—
বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন!
যে-ফসল নষ্ট হবে তাবি ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন!
নতুন বীজের গন্ধে ভ'রে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি, একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল!—
এরি জোরে একদিন হয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভ'রে অলক্ষিত আকাশের তল!
দুরন্ত চিতার মত গতি তার,—বিদ্যুতের মত সে চঞ্চল!

১০

অঙ্গারের মত তেজ কাজ করে অন্তরের তলে,—
যখন আকাঙ্ক্ষা এক বাতাসের মত বয়ে আসে,
এই শক্তি আগুনের মত তার জিভ তুলে জ্বলে!
ভস্মের মতন তাই হয়ে যায় হৃদয় ফ্যাকাশে!
জীবন ধোঁয়ার মত,—জীবন ছায়ার মত ভাসে;
যে-অঙ্গার জ্ব'লে জ্ব'লে নিভে যাবে,—হয়ে যাবে ছাই,—
সাপের মতন বিষ লয়ে সেই আগুনের ফাঁসে
জীবন পুড়িয়া যায়;—আমরাও ঝ'রে পুড়ে যাই!
আকাশে নক্ষত্র হয়ে জ্বলিবার মত শক্তি--তবু শক্তি চাই!

১১

জান তুমি?—শিখেছ কি আমাদেব ব্যর্থতাব কথা?—
হে ক্ষমতা, বুকে তুমি কাজ কর তোমার মতন!—
তুমি আছ,—রবে তুমি,—এর বেশি কোনো নিশ্চয়তা
তুমি এসে দিয়েছ কি?—ওগো মন, মানুষের মন,—
হে ক্ষমতা,—বিদ্যুতের মত তুমি সুন্দব—ভীষণ!
মেঘের ঘোড়ার 'পরে আকাশের শিকারীর মত;—
সিন্ধুর সাপের মত লক্ষ ঢেউয়ে তোল আলোড়ন!
চমৎকৃত কর,—শরীরেরে তুমি কবেছ আহত!—
যতই জেগেছ,--দেহ আমাদের ছিঁড়ে যেতে চেয়েছে যে তত!

১২

তবু তুমি শীত-রাতে আড়ষ্ট সাপের মত শুয়ে
হৃদয়েব অন্ধকারে প'ড়ে থাক,—কুন্ডলী পাকায়ে!—
অপেক্ষায় ব'সে থাকি,—স্ফুলিঙ্গের মত যাবে ছুঁয়ে
কে তোমারে!—ব্যাধের পায়ের পাড়া দিয়ে যাবে গায়ে
কে তোমারে!—কোন্ অশ্রু, কোন্ পীড়া হতাশার ঘায়ে
কখন জাগিয়া ওঠো;—স্থির হয়ে ব'সে আছি তাই।
শীত-রাত বাড়ে আরো,—নক্ষত্রেরা যেতেছে হারায়ে,—
ছাইয়ে যে-আগুন ছিল সেই সবও হয়ে যায় ছাই!
তবুও আরেক বার সব ভস্মে অন্তরের আগুন ধরাই!

১৩

অশান্ত হাওয়ার বুকে তবু আমি বনের মতন
জীবনেরে ছেড়ে দিছি!—পাতা আর পল্লবের মত
জীবন উঠেছে বেজে শব্দে—স্বরে;—যতবার মন
ছিঁড়ে গেছে,—হয়েছে দেহের মত হৃদয় আহত
যতবার;—উড়ে গেছে শাখা, পাতা পড়ে গেছে যত;—
পৃথিবীর বন হয়ে—ঝড়ের গতির মত হয়ে,
বিদ্যুতের মত হয়ে আকাশের মেঘে ইতস্তত;—
একবার মৃত্যু লয়ে—একবার জীবনেরে লয়ে
ঘূর্ণির মতন বয়ে যে-বাতাস ছেঁড়ে,—তার মত গেছি বয়ে!

১৪

কোথায় রয়েছে আলো আঁধারের বীণার আস্বাদ!
ছিন্ন রুগ্ন ঘুমন্তের চোখে এক সুস্থ স্বপ্ন হয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা;—আকাশের মতন অবাধ
পরিচ্ছন্ন পৃথিবীতে, সিন্ধুর হাওয়ার মত বয়ে
জীবন দিয়েছে দেখা;—জেগে উঠে সেই ইচ্ছা লয়ে
আড়ষ্ট তারার মত চমকায়ে গেছি শীতে-মেঘে!
ঘুমায়ে যা দেখি নাই, জেগে উঠে তার ব্যথা স'য়ে
নির্জন হতেছে ঢেউ হৃদয়ের রক্তের আবেগে!
—যে-আলো নিভিয়া গেছে তাহার ধোঁয়ার মত প্রাণ আছে জেগে!

১৫

নক্ষত্র জেনেছে কবে অই অর্থ শৃঙ্খলার ভাষা!
বীণার তারের মত উঠিতেছে বাজিয়া আকাশে
তাদের গতির ছন্দ,—অবিরত শক্তির পিপাসা
তাহাদের,—তবু সব তৃপ্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে আসে!
আমাদের কাজ চলে ইশারায়,—আভাসে—আভাসে!
আরম্ভ হয় না কিছু,—সমস্তের তবু শেষ হয়,—
কীট যে-ব্যর্থতা জানে পৃথিবীর ধুলো মাটি ঘাসে
তারো বড় ব্যর্থতার সাথে রোজ হয় পরিচয়!
যা হয়েছে শেষ হয়,—শেষ হয় কোনোদিন যা হবার নয়!

১৬

সমস্ত পৃথিবী ভ'রে হেমন্তের সন্ধ্যার বাতাস
দোলা দিয়ে গেল কবে!—বাসি পাতা ভূতের মতন
উড়ে আসে!—কাশের রোগীর মত পৃথিবীর শ্বাস,—
যক্ষ্মার রোগীর মত ধুঁকে মরে মানুষের মন!—
জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!
মরণ,—সে ভালো এই অন্ধকার সমুদ্রের পাশে!
বাঁচিয়া থাকিতে যাবা হিঁচড়ায়—করে প্রাণপণ,—
এই নক্ষত্রের তলে একবার তারা যদি আসে,—
রাত্রিরে দেখিয়া যায় একবার সমুদ্রের পারের আকাশে!—

১৭

মৃত্যুরেও তবে তারা হযতো ফেলিবে বেসে ভালো!
সব সাধ জেনেছে যে সে-ও চায় এই নিশ্চয়তা!
সকল মাটির গন্ধ আর সব নক্ষত্রের আলো
যে পেয়েছে,—সকল মানুষ আর দেবতার কথা
যে জেনেছে,—আর এক ক্ষুধা তবু—এক বিহ্বলতা
তাহারও জানিতে হয়! এই মত অন্ধকাবে এসে!—
জেগে-জেগে যা জেনেছ,—জেনেছ তা—জেগে জেনেছ তা,—
নতুন জানিবে কিছু হযতো বা ঘুমেব চোখে সে!
সব ভালোবাসা যার বোঝা হল—দেখুক্ সে মৃত্যু ভালোবেসে!

১৮

কিম্বা এই জীবনেরে একবার ভালোবেসে দেখি!—
পৃথিবীর পথে নয়,—এইখানে—এইখানে ব'সে,—
মানুষ চেয়েছে কিবা? পেয়েছে কি?—কিছু পেয়েছে কি!—
হয়তো পায নি কিছু,—যা পেয়েছে, তা-ও গেছে খ'সে
অবহেলা ক'বে ক'রে, কিম্বা তার নক্ষত্রের দোষে;—
ধ্যানের সময় আসে তারপব,—স্বপ্নের সময!—
শরীর ছিঁড়িয়া গেছে,—হৃদয় পড়িয়া গেছে ধ্ব'সে!—
অন্ধকার কথা কয়,—আকাশের তারা কথা কয়
তারপর,—সব গতি থেমে যায়,—মুছে যায় শক্তির বিস্ময়!

১৯

কেউ আর ডাকিবে না,—এইখানে এই নিশ্চয়তা!—
তোমার দু'চোখ কেউ দেখে থাকে যদি পৃথিবীতে,
কেউ যদি শুনে থাকে কবে তুমি কি কয়েছ কথা,
তোমার সহিত কেউ থেকে থাকে যদি সেই শীতে,—
সেই পৃথিবীর শীতে,—আসিবে কি তোমারে চিনিতে
এইখানে সে আবার!—উঠানে পাতার ভিড়ে ব'সে,
কিম্বা ঘরে—হয়তো দেয়ালে আলো জেলে দিতে-দিতে,—
যখন হঠাৎ নিভে যাবে তার হাতের আলো সে,—
অসুস্থ পাতার মত দুলে তার মন থেকে প'ড়ে যাব খ'সে!

২০

কিম্বা কেউ কোনোদিন দেখে নাই,—চেনে নি আমারে!
সকালবেলার আলো ছিল যার সন্ধ্যার মতন,—
চকিত ভূতের মত নদী আর পাহাড়ের ধারে
ইশারায় ভূত ডেকে জীবনের সব আয়োজন
আরম্ভ সে করেছিল!—কোনোদিন কোনো লোকজন
তার কাছে আসে নাই;—আকাঙ্ক্ষার কবরের 'পরে
পুবের হাওয়ার মত এসেছে সে হঠাৎ কখন!—
বীজ বুনে গেছে চাষা,—সে বাতাস বীজ নষ্ট করে!
ঘুমের চোখের 'পরে নেমে আসে অশ্রু আর অনিদ্রার স্বরে!

২১

যেমন বৃষ্টির পরে ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো মেঘ এসে
আবার আকাশ ঢাকে,—মাঠে-মাঠে অধীর বাতাস
ফোঁপায় শিশুর মত,—একবার চাঁদ ওঠে ভেসে,—
দূরে—কাছে দেখা যায় পৃথিবীর ধান ক্ষেত ঘাস,
আবার সন্ধ্যার রঙে ভ'রে ওঠে সকল আকাশ,—
মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভ'রে!—
যে মরে যেতেছে তার হৃদয়ের সব শেষ শ্বাস
সকল আকাশ আর পৃথিবীর থেকে পড়ে ঝ'রে!—
জীবনে চলেছি আমি সে পৃথিবী আকাশের পথ ধ'রে-ধ'রে!

২২

রাত্রির ফুলের মত—ঘুমন্তের হৃদয়ের মত
অন্তর ঘুমায়ে গেছে,—ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন!—
সারাদিন বুকে ক্ষুধা লয়ে চিতা হয়েছে আহত,—
তারপর,—অন্ধকার গুহা এই—ছায়াভরা বন
পেয়েছে সে!—অশান্ত হাওয়ার মত মানুষের মন
বুজে গেছে—রাত্রি আর নক্ষত্রের মাঝখানে এসে!—
মৃত্যুর শান্তির স্বাদ এইখানে দিতেছে জীবন,—
জীবনেরে এইখানে একবার দেখি ভালোবেসে!
শুনে দেখি,—কোন্ কথা কয় রাত্রি, কোন্ কথা নক্ষত্র বলে সে!

২৩

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেছে ভ'রে,—
শস্য ফ'লে গেছে মাঠে,—কেটে নিয়ে চলে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মত শব্দ ক'রে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা,—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা,—
আবার জানায়ে যায়!—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা হতাশা,—
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন!—
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন!

২৪

হলুদ পাতার মত,—আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ছেঁড়া-মেঘ আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মত—রূপের স্বপ্নের মত মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে,—
ঢেউ ভেঙে ঝ'রে যায়,—মরে যায়,—কে ফেরাতে পারে!
তবুও ইশারা করে ফাল্গুন-রাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে;—হয় নাই—গিয়েছে যা হয়ে,
মৃত্যুরেও ডাক তুমি সেই ব্যথা আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে!

২৫

মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন!—
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ;
রোগীর জ্বরের মত পৃথিবীর পথের জীবন;
অসুস্থ চোখের 'পরে অনিদ্রার মতন অসুখ;
তাই আমি প্রিয়তম;—প্রিয়া ব'লে জড়ায়েছি বুক,—
ছায়ার মতন আমি হয়েছি তোমাব পাশে গিয়া!—
যে-ধূপ নিভিয়া যায় তার ধোঁয়া আঁধারে মিশুক,—
যে-ধোঁয়া মিলায়ে যায় তারে তুমি বুকে তুলে নিয়া
ঘুমোনো গন্ধের মত স্বপ্ন হয়ে তার ঠোঁটে চুমো দিও, প্রিয়া!

২৬

মৃত্যুবে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধ'রে।
যে-বালক কোনোদিন জানে নাই গহ্বরের ভয়,
পূবের হাওয়ার মত ভূত হয়ে মন তার ঘোরে!—
নদীর ধারে সে ভূত একদিন দেখেছে নিশ্চয়!
পায়ের তলের পাতা—পাপড়ির মত মনে হয়
জীবনেরে,—খ'সে ক্ষয়ে গিয়েছে যে, তাহার মতন
জীবন পড়িয়া থাকে,—তার বিছানায় খেদ,—ক্ষয—
পাহাড় নদীর পারে হাওয়া হয়ে ভূত হয়ে মন
চকিত পাতার শব্দে বাতাসের বুকে তাবে করে অন্বেষণ!

২৭

জীবন,—আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছ তোমার,—
একটি পাতার মত অন্ধকারে পাতা-ঝবা গাছে;—
একটি বোঁটার মত যে-ফুল ঝরিয়া গেছে তার;—
একাকী তারাব মত, সব তাবা আকাশের কাছে
যখন মুছিয়া গেছে,—পৃথিবীতে আলো আসিয়াছে;—
যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যথার মতন;—
কাল যাহা থাকিবে না,—আজই যাঁহা স্মৃতি হয়ে আছে:—
দিন-রাত্রি—আমাদেব পৃথিবীব জীবন তেমন!
সন্ধ্যার মেঘেব মত মুহূর্তের রং লযে মুহূর্তে নূতন!

২৮

আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মত কেঁপে ওঠে!
বীণার তারের মত কেঁপে-কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ!
অসংখ্য পাতার মত লুটে তারা পথে-পথে ছোটে,—
যখন ঝড়ের মত জীবনের এসেছে আহ্বান!
অধীর ঢেউয়ের মত—অশান্ত হাওয়ার মত গান
কোন্ দিকে ভেসে যায়!—উড়ে যায়,—কয় কোন্ কথা!—
ভোরের আলোয় আজ শিশিরের বুকে যেই ঘ্রাণ,
রহিবে না কাল তার কোনো স্বাদ,—কোনো নিশ্চয়তা!
পাণ্ডুর পাতার রং গালে,—তবু রক্তে তার রবে অসুস্থতা!

২৯

যেখানে আসে নি চাষা কোনোদিন কাস্তে হাতে লয়ে,
জীবনের বীজ কেউ বোনে নাই যেইখানে এসে,
নিরাশার মত কেঁপে চোখ বুজে পলাতক হয়ে
প্রেমেরে মৃত্যুর চোখে সেইখানে দেখিয়াছি শেষে!
তোমার চোখের 'পরে তাহার মুখেরে ভালোবেসে
এখানে এসেছি আমি,—আর একবার কেঁপে উঠে
অনেক ইচ্ছার বেগে,—শান্তির মতন অবশেষে
সব ঢেউ ভেঙে নিয়ে ফেনার ফুলের মত ফুটে,
ঘুমাব বালির 'পরে;—জীবনের দিকে আর যাব নাকো ছুটে।

৩০

নির্জন রাত্রির মত শিশিরের গুহার ভিতরে,—
পৃথিবীর ভিতরের গহ্বরের মতন নিঃসাড়
রব আমি;—অনেক গতির পর—আকাঙ্ক্ষার পরে
যেমন থামিতে হয়—বুজে যেতে হয় একবার;—
পৃথিবীর পারে থেকে কবরের মৃত্যুর ওপার
যেমন নিস্তব্ধ শান্ত নিমীলিত শূন্য মনে হয়;—
তেমন আস্বাদ এক কিম্বা সেই স্বাদহীনতার
সাথে একবার হবে মুখোমুখি সব পরিচয়!
শীতের নদীর বুকে মৃত জোনাকির মুখ তবু সব নয়!

৩১

আবার পিপাসা সব ভূত হয়ে পৃথিবীর মাঠে,—
অথবা গ্রহের 'পরে,—ছায়া হয়ে, ভূত হয়ে ভাসে!—
যেমন শীতের রাতে দেখা যায় জ্যোৎস্না ধোঁয়াটে,
যখাকাশে পাতার 'পরে দাঁড়ায়েছে উঠানের ঘাসে;—
যেমন হঠাৎ দুটো কালো পাখা চাঁদের আকাশে
অনেক গভীর রাতে চমকের মত মনে হয়;
কার পাখা?—কোন্ পাখি? পাখি সে কি! অথচ সে আসে!—
তখন অনেক রাতে কবরের মুখ কথা কয়!—
ঘুমন্ত তখন ঘুমে, জাগিতে হতেছে যার, সে জাগিয়া রয়!

৩২

বনের পাতার মত কুয়াশায় হলুদ না হতে,
হেমন্ত আসার আগে হিম হয়ে প'ড়ে গেছি ঝ'রে!—
তোমার বুকের 'পরে মুখ আমি চেয়েছি লুকোতে;
তোমার দুইটি চোখ প্রিয়ার চোখের মত ক'রে
দেখিতে চেয়েছি, মৃত্যু,—পথ থেকে ঢের দূরে স'রে
প্রেমের মতন হয়ে!—তুমি হবে শান্তির মতন!—
তারপর স'রে যাব,—তারপর তুমি যাবে মরে,—
অধীর বাতাস লয়ে কাঁপুক না পৃথিবীর বন!—
মৃত্যুর মতন তবু বুজে যাক,—ঘুমাক মৃত্যুর মত মন!

৩৩

নির্জন পাতার মত,—আলেয়ার বাষ্পের মতন,
ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ছেঁড়া মেঘে আকাশের ধারে,
আলোর মাছির মত—রুগ্নের স্বপ্নের মত মন
একবার ছিল ঐ পৃথিবীর সমুদ্রে পাহাড়ে,—
ঢেউ ভেঙে ঝ'রে যায়—মরে যায়,—কে ফেরাতে পারে!
তবুও ইশারা ক'রে ফাল্গুন-রাতের গন্ধে বয়ে
মৃত্যুরেও তার সেই কবরের গহ্বরে আঁধারে
জীবন ডাকিতে আসে;—হয় নাই,—গিয়েছে যা হয়ে,—
মৃত্যুরেও ডাক তুমি সেই স্মৃতি আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে!

৩৪

পৃথিবীর অন্ধকার অধীর বাতাসে গেড়ে ভ'রে,—
শস্য ফ'লে গেছে মাঠে,—কেটে নিয়ে চ'লে গেছে চাষা;
নদীর পারের বন মানুষের মত শব্দ ক'রে
নির্জন ঢেউয়ের কানে মানুষের মনের পিপাসা,—
মৃত্যুর মতন তার জীবনের বেদনার ভাষা,—
আবার জানায়ে যায়;—কবরের ভূতের মতন
পৃথিবীর বুকে রোজ লেগে থাকে যে আশা হতাশা,—
বাতাসে ভাসিতেছিল ঢেউ তুলে সেই আলোড়ন!—
মড়ার কবর ছেড়ে পৃথিবীর দিকে তাই ছুটে গেল মন!

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি নি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে!
কত দেহ এল,—গেল,—হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব;—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!
তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার,—তারপর, মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে,—ফ'লে গেছে কতবার, ঝ'রে গেছে তৃ

আমারে চাও না তুমি আজ আর,—জানি;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ!—তোমার রক্তের ভালোবাসা
দিয়েছ কাহারে!
কে বা সেই!—আমি এই সমুদ্রের পারে
ব'সে আছি একা আজ,—ঐ দূর নক্ষত্রের কাছে
আজ আর প্রশ্ন নাই,—মাঝরাতে ঘুম লেগে আছে
চক্ষে তার,—এলোমেলো রয়েছে আকাশ!
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা!—তারি তলে পৃথিবীর ঘাস
ফ'লে ওঠে,—পৃথিবীর তৃণ
ঝ'রে পড়ে,—পৃথিবীর রাত্রি আর দিন
কেটে যায়!
উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলা,—তারি তলে হায়!

জানি আমি—আমি যাব চ'লে
তোমার অনেক আগে;

তারপর,—সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন,—
আকাশে-আকাশে যাবে জ্ব'লে
নক্ষত্র অনেক রাত আরো,
নক্ষত্র অনেক রাত আরো!—
(যদিও তোমারো
রাত্রি আর দিন শেষ হবে
একদিন কবে!)
আমি চ'লে যাব,—তবু,—সমুদ্রের ভাষা
রয়ে যাবে,—তোমার পিপাসা
ফুরাবে না,—পৃথিবীর ধুলো—মাটি—তৃণ
রহিবে তোমার তরে,—রাত্রি আর দিন
রয়ে যাবে;—রয়ে যাবে তোমার শরীর,
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়।

আমারে খুঁজিয়াছিলে তুমি একদিন,—
কখন হারায়ে যাই—এই ভয়ে নয়ন মলিন
করেছিলে তুমি!—
জানি আমি;—তবু, এই পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ;—দেহ ঝরে,—ঝ'রে যায় মন
তার আগে।
এই বর্তমান,—তা'র দু'পায়ের দাগে
মুছে যায় পৃথিবীর 'পর
একদিন হয়েছে যা—তার রেখা,—ধুলার অক্ষর!
আমারে হারায়ে আজ চোখ ম্লান করিবে না তুমি,—
জানি আমি;—পৃথিবীর ফসলের ভূমি
আকাশের তারার মতন
ফলিয়া ওঠে না রোজ;—
দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝ'রে যায় মন!

আমার পায়ের তলে ঝ'রে যায় তৃণ,—
তার আগে এই রাত্রি দিন
পড়িতেছে ঝ'রে!
এই রাত্রি,—এই দিন রেখেছিলে ভ'রে
তোমার পায়ের শব্দে,—শুনেছি তা আমি!
কখন গিয়েছে তবু থামি

সেই শব্দ!—গেছ তুমি চ'লে
সেই দিন—সেই রাত্রি ফুরায়েছে ব'লে!
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ,—
তবু সেই রাত্রি আর দিন
প'ড়ে গেল ঝ'রে!—
সেই রাত্রি—সেই দিন—তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভ'রে!

জানি, আমি খুঁজিবে না আজিকে আমারে
তুমি আর;—নক্ষত্রের পারে
যদি আমি চ'লে যাই,
পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই
যদি আমি,—
আমারে খুঁজিতে তবু আসিবে না আজ;
তোমার পায়ের শব্দ গেল কবে থামি
আমার এ নক্ষত্রের তলে!—
জানি তবু,—নদীর জলের মত পা তোমার চলে;—
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মত কোনো এক ঢেউয়ের উপরে!
যদি আজ পৃথিবীর ধুলো মাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে,—
জানি আমি, তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে!

৮

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে!—
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু যদি তোমার দু'পায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথ-চলার পিপাসা!—
একবার ভালোবেসে—যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি সেই ভালোবাসা।
আমার এখানে এসে যেতে যদি থামি!—
কিন্তু তুমি চ'লে গেছ, তবু কেন আমি
রয়েছি দাঁড়ায়ে!
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু কেন আমার এ-পায়ে
হারায়ে ফেলেছি পথ-চলার পিপাসা!
একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা!

চলিতে চাহিয়াছিলে তুমি একদিন
আমার এ-পথে,—কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন।

জানি আমি,—আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই।
তারপর,—কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি!—তাই আস নাই
আমার এখানে তুমি আর!
একদিন কত কথা বলেছিলে,—তবু বলিবার
সেইদিনো ছিল না তো কিছু;—তবু সেইদিন
আমার এ-পথে তুমি এসেছিলে,—বলেছিলে কত কথা,—
কারণ, তখন তুমি ছিলে বন্ধুহীন;
আমার নিকটে তুমি এসেছিলে তাই;
তারপর—কখন খুঁজিয়া পেলে কারে তুমি,—তাই আস নাই!

তোমার দু'চোখ দিয়ে একদিন কতবার চেয়েছ আমারে।
আলো-অন্ধকারে
তোমার পায়ের শব্দ কতবার শুনিয়াছি আমি!
নিকটে-নিকটে আমি ছিলাম তোমার তবু সেইদিন,—
আজ রাত্রে আসিয়াছি নামি এই দূর সমুদ্রের জলে!
যে-নক্ষত্র দেখ নাই কোনোদিন, দাঁড়ায়েছি আজ তার তলে!
সারাদিন হাঁটিয়াছি আমি পায়ে-পায়ে
বালকের মত এক,—তারপর,—গিয়েছি হারায়ে
সমুদ্রের জলে,
নক্ষত্রের তলে!
রাত্রে,—অন্ধকারে!
—তোমার পায়ের শব্দ শুনিব না তবু আজ,—জানি আমি,—
আজ তবু আসিবে না খুঁজিতে আমারে!

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার;—তারপর, মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানিনি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে!
কত দেহ এল,—গেল,—হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে
দিয়েছি ফিরায়ে সব;—সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে
নক্ষত্রের তলে
ব'সে আছি,—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!

আমরা ঘুমায়ে থাকি পৃথিবীর গহ্বরের মত,—
পাহাড় নদীর পারে অন্ধকারে হয়েছে আহত
একা-হরিণের মত আমাদের হৃদয় যখন!
জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হলে ক্লান্তির মতন
পাণ্ডুর পাতার মত শিশিরে-শিশিরে ইতস্তত
আমরা ঘুমায়ে থাকি!—ছুটি লয়ে চ'লে যায় মন!—
পায়ের পথের মত ঘুমন্তেরা প'ড়ে আছে কত,—
তাদের চোখের ঘুম ভেঙে যাবে আবার কখন!—
জীবনের জ্বর ছেড়ে শান্ত হয়ে রয়েছে হৃদয়,—
অনেক জাগার পর এই মত ঘুমাইতে হয়।

অনেক জেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না জানিতে;
অনেক মেনেছে ব'লে আর কিছু হয় না মানিতে;
দিন-রাত্রি-গ্রহ-তারা-পৃথিবী-আকাশ ধ'রে-ধ'রে
অনেক উড়েছে যারা অধীর পাখির মত ক'রে,—
পৃথিবীর বুক থেকে তাহাদের ডাকিয়া আনিতে
পুরুষ পাখির মত,—প্রবল হাওয়ার মত জোরে
মৃত্যুও উড়িয়া যায়!—অসাড় হতেছে পাতা শীতে,
হৃদয়ে কুয়াশা আসে,—জীবন যেতেছে তাই ঝ'রে!—
পাখির মতন উড়ে পায়নি যা পৃথিবীর কোলে—
মৃত্যুর চোখের 'পরে চুমো দেয় তাই পাবে ব'লে!

কারণ, সাম্রাজ্য—রাজা—সিংহাসন—জয়—
মৃত্যুর মতন নয়,—মৃত্যুর শান্তির মত নয়!
কারণ, অনেক অশ্রু—রক্তের মতন অশ্রু ঢেলে
আমরা রাখিতে আছি জীবনের এই আলো জ্বেলে!
তবুও নক্ষত্র নিজে নক্ষত্রের মত জেগে রয়'—
তাহার মতন আলো হৃদয়ের অন্ধকারে পেলে
মানুষের মত নয়,—নক্ষত্রের মত হতে হয়!
মানুষের মত হয়ে মানুষের মত চোখ মেলে
মানুষের মত পায়ে চলিতেছি যতদিন,—তাই,—
ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই!

কারণ, যোদ্ধার মত—আর সেনাপতির মতন

জীবন যদিও চলে,—কোলাহল ক'রে চলে মন
যদিও সিন্ধুর মত দল বেঁধে জীবনের সাথে,
সবুজ বনের মত উত্তরের বাতাসের হাতে
যদিও বীণার মত বেজে ওঠে হৃদয়ের বন
একবার—দুইবার—জীবনের অধীর আঘাতে,—
তবু—প্রেম—তবু তারে ছিঁড়ে ফেঁড়ে গিয়েছে কখন!
তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু!—অঘ্রাণের রাতে
হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চ'লে গেছে ছিঁড়ে!
পাতার মতন ক'রে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে!

তবু পাতা—তবুও পাখির মত ব্যথা বুকে লয়ে,
বনের শাখার মত—শাখার পাখির মত হয়ে
হিমের হাওয়ার হাতে আকাশের নক্ষত্রের তলে
বিদীর্ণ শাখার শব্দে—অসুস্থ ডানার কোলাহলে,
ঝড়ের হাওয়ার শেষে ক্ষীণ বাতাসের মত বয়ে,
আগুন জ্বলিয়া গেলে অংগারের মত তবু জ্বলে
আমাদের এ-জীবন!—জীবনের বিহ্বলতা সয়ে
আমাদের দিন চলে,—আমাদের রাত্রি তবু চলে;
তার ছিঁড়ে গেছে,—তবু তাহারে বীণার মত ক'রে
বাজাই,—যে-প্রেম চলিয়া গেছে তারি হাত ধ'রে!

কারণ, সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে
প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি;—তাই রাখিয়াছে ঢেকে
পাখির মায়ের মত প্রেম এসে আমাদের বুক!
সুস্থ ক'রে দিয়ে গেছে আমাদের রক্তের অসুখ!--
পাখির শিশুর মত যখন প্রেমেরে ডেকে-ডেকে
রাতের গুহার বুকে ভালোবেসে লুকায়েছি মুখ,—
ভোরের আলোর মত চোখের তারায় তারে দেখে!—
প্রেম কি আসেনি তবু?—তবে তার ইশারা আসুক!
প্রেম কি চলিয়া যায় প্রাণেরে জলের ঢেউয়ে ছিঁড়ে!
ঢেউয়ের মতন তবু তার খোঁজে প্রাণ আসে ফিরে!

যতদিন বেঁচে আছি আলেয়ার মত অলো নিয়ে,—
তুমি চ'লে আস প্রেম,—তুমি চ'লে আস কাছে প্রিয়ে!
নক্ষত্রের বেশি তুমি,—নক্ষত্রের আকাশের মত!
আমরা ফুরায়ে যাই,—প্রেম, তুমি হও না আহত!

বিদ্যুতের মত মোরা মেঘের গুহার পথ দিয়ে
চ'লে আসি,—চ'লে যাই,—আকাশের পারে ইতস্তত!—
ভেঙে যাই,—নিভে যাই,—আমরা চলিতে গিয়ে-গিয়ে!
আকাশের মত তুমি;—আকাশে নক্ষত্র আছে যত,—
তাদের সকল আলো একদিন নিভে গেলে পরে,—
তুমিও কি ডুবে যাবে, ওগো প্রেম, পশ্চিম-সাগরে!

জীবনের মুখে চেয়ে সেইদিনও রবে জেগে,—জানি!
জীবনের বুকে এসে মৃত্যু যদি উড়ায় উড়ানি,—
ঘুমন্ত ফুলের মত নিবন্ত বাতির মত ঢেলে
মৃত্যু যদি জীবনেরে রেখে যায়,—তুমি তারে জ্বেলে
চোখের তারার 'পরে তুলে লবে সেই আলোখানি!
সময় ভাসিয়া যাবে,—দেবতা মরিবে অবহেলে,—
তবুও দিনের মেঘ আঁধার রাত্রির মেঘ ছানি
চুমো খাবে!—মানুষের সব ক্ষুধা আর শক্তি লয়ে
পূর্বের সমুদ্র অই পশ্চিম সাগরে যাবে বয়ে!

সকল ক্ষুধার আগে তোমার ক্ষুধায় ভরে মন!
সকল শক্তির আগে প্রেম তুমি,—তোমার আসন
সকল স্থলের 'পরে,—সকল জলের 'পরে আছে!
যেইখানে কিছু নাই সেখানেও ছায়া পড়িয়াছে
হে প্রেম তোমার!—যেইখানে শব্দ নাই তুমি আলোড়ন
তুলিয়াছ!—অঙ্কুরের মত তুমি,—যাহা ঝরিয়াছে
আবার ফুটাও তারে!—তুমি ঢেউ,—হাওয়ার মতন!
আগুনের মত তুমি আসিয়াছ অন্তরের কাছে!
আশার ঠোঁটের মত নিরাশার ভিজে চোখ চুমি
আমার বুকের 'পরে মুখ রেখে ঘুমায়েছ তুমি!

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব'লে প্রেম,—গানের ছন্দের মত মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ ব'লে!
হৃদয় গন্ধের মত—হৃদয় ধূপের মত জ্ব'লে
ধোঁয়ার চামর তুলে তোমারে যে করিছে ব্যজন!
ওগো প্রেম,—বাতাসের মত যেই দিকে যাও চ'লে
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন!
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে!

তুমি যদি বেঁচে থাক,—জেগে রব আমি এই পৃথিবীর 'পর-
যদিও বুকের 'পরে রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর!

তবুও,—সিন্ধুর জল—সিন্ধুর ঢেউয়ের মত বয়ে
তুমি চ'লে যাও প্রেম;—একবার বর্তমান হয়ে,
তারপর, আমাদের ফেলে যাও পিছনে—অতীতে,—
স্মৃতির হাড়ের মাঠে,—কার্তিকের শীতে!
অগ্রসর হয়ে তুমি চলিতেছ ভবিষ্যৎ লয়ে—
আজো যারে দেখ নাই তাহারে তোমার চুমো দিতে
চ'লে যাও!- দেহের ছায়ার মত তুমি যাও রয়ে,—
আমরা ধরেছি ছায়া,—প্রেমেরে তো পারিনি ধরিতে!
ধ্বনি চ'লে গেছে দূরে,—প্রতিধ্বনি পিছে প'ড়ে আছে;—
আমরা এসেছি সব,—আমরা এসেছি তার কাছে!

একদিন-একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন—একরাত;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে,—
সবাই চলিয়া যায়,—সকলের যেতে হয় ব'লে
তাহারও ফুরাল রাত!—তাড়াতাড়ি প'ড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে!- একরাত আর একদিন সাংগ হলে
পশ্চিমের মেঘে আলো একদিন হয়েছে সোনেলা!
আকাশে পূবের মেঘে রামধনু গিয়েছিল জ্ব'লে
একদিন;—রয় না কিছুই তবু,- সব শেষ হয়,—
সময়ের আগে তাই কেটে গেল প্রেমের সময়

একদিন—এক রাত প্রেমেরে পেয়েছি তবু কাছে!—
আকাশ চলেছে,—তার আগে-আগে প্রেম চলিয়াছে!
সকলের ঘুম আছে,—ঘুমের মতন মৃত্যু বুকে
সকলের;—নক্ষত্রও ঝ'রে যায় মনের অসুখে,—
প্রেমের পায়ের শব্দ তবুও আকাশে বেঁচে আছে!
সকল ভুলের মাঝে যায় নাই কেউ ভুলে-চুকে
হে প্রেম তোমারে!—মৃতেরা আবার জাগিয়াছে!—
যে-ব্যথা মুছিতে এসে পৃথিবীর মানুষের মুখে
আরো ব্যথা—বিহ্বলতা তুমি এসে দিয়ে গেলে তারে,—
ওগো প্রেম,—সেই সব ভুলে গিয়ে কে ঘুমাতে পারে!

পিপাসার গান

কোনো এক অন্ধকারে আমি
যখন যাইব চ'লে— আববার আসিব কি নামি
অনেক পিপাসা লয়ে এ-মাটির তীরে
তোমাদের ভিড়ে!
কে আমারে ব্যথা দেছে,—কে বা ভালোবাসে,—
সব ভুলে,—শুধু মোর দেহের তালাসে
শুধু মোর স্নায়ু শিরা রক্তের তরে
এ-মাটির 'পরে
আসিব কি নেমে!
পথে-পথে,—থেমে—থেমে—থেমে
খুঁজিব কি তারে,—
এখানের আলোয়-আঁধারে
যেইজন বেঁধেছিল বাসা!—
মাটির শরীরে তার ছিল যে-পিপাসা,
আর যেই ব্যথা ছিল,—যেই ঠোঁট, চুল,
যেই চোখ, যেই হাত,—আর যে-আঙুল
রক্ত আর মাংসের স্পর্শসুখভরা,—
যেই দেহ একদিন পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা
পেয়েছিল,—আর তার ধানীসুরা করেছিল পান,
একদিন শুনেছে যে জল আর ফসলের গান,
দেখেছে যে ঐ নীল আকাশের ছবি
মানুষ-নারীর মুখ,—পুরুষ-স্ত্রীর দেহ সবি
যার হাত ছুঁয়ে আজো উষ্ণ হয়ে আছে
ফিরিয়া আসিবে সে কি তাহাদের কাছে!
প্রণয়ীর মত ভালোবেসে
খুঁজিবে কি এসে
একখানা দেহ শুধু!
হারায়ে গিয়েছে কবে কঙ্কালে কাঁকরে
এ-মাটির 'পরে!

অন্ধকারে সাগরের জল
ছেনেছে আমার দেহ, হয়েছে শীতল
চোখ—ঠোঁট—নাসিকা—আঙুল
তাহার ছোঁয়াচে;—ভিজে গেছে চুল

শাদা-শাদা ফেনাফুলে;
কতবার দূর উপকূলে
তারাভরা আকাশের তলে
বালকের মত এক—সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
জেনেছি দেহের স্বাদ;—গেছে বুক—মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ,—নারীর মতন
এ-দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে!
প্রথম প্রণয়ী সে যে, কার্তিকের ভোরবেলা দূরে যেতে-যেতে
থেমে গেছে সে আমার তরে!
চোখ দুটো ফের ঘুমে ভরে
যেন তার চুমো খেয়ে!
এ-দেহ,—অলস মেয়ে
পুরুষের সোহাগে অবশ!—
চুমে লয় রৌদ্রের রস
হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখ্‌পাখালীর পালে
উঠানের;—পেতে থাকে কান,—
শোনো ঝরা-শিশিরের গান
অঘ্রাণের মাঝরাতে;
হিম হাওয়া যেন শাদা কঙ্কালের হাতে
এ-দেহেরে এসে ধরে,—
ব্যথা দেয়! নারীর অধরে
চুলে—চোখে—জুঁয়ের নিশ্বাসে
ঝুম্‌কো-লতার মত তার দেহ-ফাঁসে
ভরা ফসলের মত পড়ে ছিঁড়ে
এই দেহ,—ব্যথা পায় ফিরে!...
তবু এই শস্যক্ষেতে পিপাসার ভাষা
ফুরাবে না;—কে বা সেই চাষা,—
কাস্তে হাতে,—কঠিন,—কামুক,—
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা!—
কে বা সেই!—জানি না তো,—হয় নাই দেখা
আজো তার সনে;
আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে

সাধ মোর;—চোখে ঠোঁটে চুলে
শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া!—মুকুলে-মুকুলে
শুধু কীট,—আঘাত,—দংশন,—
চায় আজ মন!

নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে
পথ ভুলে বার-বার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল!—
অন্ধকারে শিশিরের জল
কানে-কানে গাহিয়াছে গান,—
ঢালিয়াছে শীতল আঘ্রাণ;
মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল
কুমাবী আঙুল
কুয়াশার; ঘ্রাণ আর পরশের সাধ
জাগায়েছে;—কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
ঢালিয়াছে আলো,—
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মত!
রেখে গেছে ক্ষত
সবুজীর সবুজ রুধিরে!
শস্যের মত মোর এ-শরীর ছিঁড়ে
বার-বাব হয়েছে আহত
আগুনের মত
দুপুরের রাঙা রোদ!
আমি তবু ব্যথা দেই,—
ব্যথা পাই ফিরে!—
তবু চাই সবুজ শরীরে
এ-ব্যথার সুখ!
লাল আলো,—রৌদ্রের চুমুক,
অন্ধকার,—কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়,—যেন গুঁড়ি-গুঁড়ি
ধুলো মোরে ধীরে লয় শুষে!—
মাঠে—মাঠে—আড়ষ্ট পউষে
ফসলের গন্ধ বুকে ক'রে
বার-বার পড়ি যেন ঝ'রে!

আবার পাব কি আমি ফিরে
এই দেহ!—এ মাটির নিঃসাড় শিশিরে
রক্তের তাপ ঢেলে আমি
আসিব কি নামি!
হেমন্তের রৌদ্রের মতন
ফসলের স্তন
আঙুলে নিঙাড়ি
এক ক্ষেত ছাড়ি
অন্য ক্ষেতে চলিব কি ভেসে
এ সবুজ দেশে
আর এক বার! শুনিব কি গান
ঢেউদের!—জলের আঘ্রাণ
লব বুকে তুলে
আমি পথ ভুলে
আসিব কি এ-পথে আবার!
ধুলো-বিছানার
কীটেদের মত
হব কি আহত
ঘাসের আঘাতে!
বেদনার সাথে
সুখ পাব!
লতার মতন মোর চুল,
আমার আঙুল
পাপড়ির মত,—
হবে কি বিক্ষত
তোমার আঙুলে—চুলে!
লাগিবে কি ফুলে
ফুলের আঘাত! আর বার
আমার এ পিপাসার ধার
তোমাদের জাগাবে পিপাসা!
ক্ষুধিতের ভাষা
বুকে ক'রে-ক'রে
ফলিব কি!—পড়িব কি ঝ'রে
পৃথিবীর শস্যের ক্ষেতে
আর একবার আমি—
নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে।

পাখিরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে,—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;—
এখন সে কত রাত!
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,
কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চ'লে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে,
চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয়;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে,—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময়?

সাগরেব অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,-
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে!
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হয়ে!

কোথাও জীবন আছে,--জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়,
খেলার বলের মত তাদের হৃদয়
এই জানিয়াছে:—

কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

তারপর চ'লে যায় কোন্ এক ক্ষেতে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে-যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়!

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর।

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

শকুন

মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে-আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে; মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি;—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের: যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন,—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে;—যেন দূর আলো ছেড়ে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে;—প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের 'পর

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু;—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম্‌ গাছে,—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে;
একবাব পৃথিবীর শোভা দেখে,—বোম্বায়েব সাগরেব জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই;—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়;—কোন্‌ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিবে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্‌ মৃত্যুর ওপারে;

যেন কোন্‌ বৈতরণী অথবা এ-জীবনেব বিচ্ছেদেব বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে চেয়ে দেখে কখন গভীব নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

মৃত্যুর আগে

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মত যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভ'রে গেছে; যে-মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;

আমরা বসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার;
পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ;—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,—মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মত আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে-ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারো-মাস;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে;—পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে;

মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল-লাল ফল
প'ড়ে আছে; নির্জন মাঠের ভিড় মুখ দেখে নদীর ভিতরে;
যত নীল আকাশেরা রয়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল;
পথে-পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর 'পরে;
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মত সবুজ সহজ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হলে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে;—আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকালবেলার ধূসরতা;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির :
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর;

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানিনা কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়;—যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!

স্বপ্নের হাতে

পৃথিবীর বাধা—এই দেহেব ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে;—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই!
যেই সব ছায়া এসে পড়ে
দিনের—রাতের ঢেউয়ে,—তাহাদের তরে
জেগে আছে আমার জীবন,
সব ছেড়ে আমাদের মন
ধরা দিত যদি এই স্বপনের হাতে!
পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,—
থাকিত না হৃদযের জরা,—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা!..
আকাশ ছাযার ঢেউযে ঢেকে
সারা দিন—সাবা রাত্রি অপেক্ষায় থেকে,
পৃথিবীর যত ব্যথা,—বিরোধ,—বাস্তব
হৃদয় ভুলিয়া যায় সব!
চাহিযাছে অন্তর যে-ভাষা,
যেই ইচ্ছা,—যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীব পারে-পারে গিযা,—
স্বপ্নে তাহা সত্য হযে উঠেছে ফলিয়া!

মরমের যত তৃষ্ণা আছে,—
তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিযা আস,—
তোমরা চলিয়া আস সব!—
ভুলে যাও পৃথিবীব ঐ ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব!...
সকল সময
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
যাদের অন্তবে,—
পরস্পরে যারা হাত ধরে
নিরালা ঢেউয়ের পাশে-পাশে,—
গোধূলির অস্পষ্ট আকাশে
যাহাদের আকাঙ্ক্ষার জন্ম—মৃত্যু,—সব,—

পৃথিবীর দিন আর রাত্রির রব
শোনে না তাহারা!
সন্ধ্যার নদীর জল,—পাথরে জলের ধারা
আয়নার মত
জাগিয়া উঠিছে ইতস্তত
তাহাদের তরে।
তাদের অন্তরে
স্বপ্ন,—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয়
সকল সময়!...
পৃথিবীর দেয়ালের 'পরে
আঁকাবাঁকা অসংখ্য অক্ষরে
একবার লিখিয়াছি অন্তরের কথা,—
সে সব ব্যর্থতা
আলো আব অন্ধকারে গিয়াছে মুছিয়া!
দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,—
তবে ঐ পৃথিবীব দেয়ালেব 'পরে
লিখিতে যেও না তুমি অস্পষ্ট অক্ষবে
অন্তরের কথা!—
আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে সব ব্যর্থতা!..
পৃথিবীর অই অধীতা
থেমে যায়,—আমাদের হৃদয়েব ব্যথা
দূরের ধুলোর পথ ছেড়ে
স্বপ্নেরে—ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয়!--
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়!
পৃথিকীর পুরানো সে-পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব,—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়!

অপ্রকাশিত কবিতা

এই নিদ্রা

আমার জীবনে কোনো ঘুম নাই
মৎস্যনারীদের মাঝে সব চেয়ে রূপসী সে নাকি
এই নিদ্রা?

গায় তার ক্লান্ত সমুদ্রের ঘ্রাণ—অবসাদ সুখ
চিন্তার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন—বিমুখ
প্রাণ তার

এই দিন এই রাত্রি আসে যায়—বুঝিতে দেয় না তারে; কোনো ধ্বনি ঘ্রাণ
কোনো ক্ষুধা—কোনো ইচ্ছা—পরীরো সোনার চুল হয় যাতে ম্লান:
আমাদের পৃথিবীর পরীদের;—জানে না সে; শোনে না সে জীবনের লক্ষ মৃত
নিঃশ্বাসের স্বর;

তাহলে ঘুমোত কবে? সে শুধু সুন্দর,
প্রশ্নহীন অভিজ্ঞতাহীন দূর নক্ষত্রের মতো
সুন্দর অমর শুধু; দেবতারা করে নি বিক্ষত
ইহাদের।

এদের অপার রূপ শান্তি সচ্ছলতা
তবুও জানিত যদি আমার এ-জীবনের মুহূর্তের কথা
মানুষের জীবনের মুহূর্তের কথা।

দেবতারা করেনি বিক্ষত ইহাদের:
(দেবতারা করেনি বিক্ষত নিজেদের
কোনো অভিজ্ঞতা নাই... দেবতার)
ঘুঘুদের শাদা ডানা--নীল রাত্রি—কমলারঙের মেঘ--সমুদ্রের ফেনা রোদ—
হরিণের বুকে বেদনার
নীরব আঘাত;
এরা প্রশ্ন করে নাকো: ইহারা সুন্দর শান্ত—জীবনের উদ্‌যাপনে সন্দেহের হাত
ইহারা তোলে না কেউ আঁধারে আকাশে
ইহাদের দ্বিধা নাই—ব্যথা নাই—চোখে ঘুম আসে।

শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা?
সকল সঙ্কল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে--মানুষের জীবনের এই বীভৎসতা

ইহাদের ছোঁয় নাকো;—
ব্যুবনিক প্লেগের মতন
সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধতারে নষ্ট ক'রে ফেলিতেছে মানুষের মন!

গোলাপী ধূসর মেঘে পশ্চিমের বিয়োগ সে দেখে না কি?
প্রজাপতি পাখি-মেযে করে না কি মানুষের জীবনের ব্যথা আহরণ?
তবু এরা ব্যথা নয : ইহারা আবৃত সব—বিচিত্র—নীরব
অবিবল জাদুঘর এরা এক;—এরা রূপ ঘুম শান্তি স্থির
এই মৃত পাখি কীট—প্রজাপতি রাঙা মেঘ—সাপের আঁধার মুখে ফড়িঙের
জোনাকির নীড়
এই সব।

আমি জানি, একদিন আমিও এমন
পতঙ্গের হৃদয়েব ব্যথা হব—সমুদ্রের ফেনা শাদা ফেনায় যেমন
ভেঙে পড়ে—ব্যথা পায।
মানুষের মন
তবুও বক্তাক্ত হয কেন এক অন্য বেদনায
কীট যাহা জানে নাকো—জানে নাকো নদী ফেনা ঘাস রোদ—শিশির কুয়াশা
জ্যোৎস্না · অম্লান হেলিওট্রোপ হায!

এ-সৃষ্টির জাদুঘরে বূপ তারা—শান্তি—ছবি—তাহারা ঘুমায
সৃষ্টি তাই চায়।

ভুলে যাব যেই সাধ—যে-সাহস এনেছিল মানুষ কেবল
যাহা শুধু গ্লানি হল—কৃপা হল—নক্ষত্রেব ঘৃণা হল—অন্য কোনো স্থল
পেল নাকো।

পাখি

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ-বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এল;—তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি;
পাখি? না ফড়িং কীট? পাখি? না জোনাকি?
বাদামি সোনালি নীল রোম তার রোমে-রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ!

জ্যোৎস্নায়—শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে? কত দূর চেয়েছে উড়িতে?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিল? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে।

না—না—তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর
ব্যথা সে তো জানে নাই—বিচিত্র এ-জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর;
রোম—ঠোঁট—পালকের এই তার মুগ্ধ আড়ম্বর।

জ্যোৎস্নায়—শীতে
আমাব কঠিন হাতে তবু তারে হল যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে-দিকে অবিরল—তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি, আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না; জানি আমি, ভুল ক'রে দেবে নাকো ছেড়ে;
তবু আহা, রাতের শিশিরে ভেজা এ রঙীন তুলোর বলেরে
কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়ে-চেড়ে,
সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার, এই পাখি—এতটুকু—তবু সব শিখেছে সে—এ এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয়,
আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম স্বপ্ন নয়
চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়

পৃথিবীতে, এই ক্লেশ ইহাদেরো বুকের ভিতর,
ইহাদেরো, অজস্র গভীর রং পালকের পর
তবে কেন ? কেন এ সোনালি চোখ খুঁজেছিল জ্যোৎস্নার সাগর ?
আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্ট চরাচর।

অঘ্রাণ

আমি এই অঘ্রাণেরে ভালোবাসি—বিকেলের এই রং—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম—ঢালু মাঠ—বিবর্ণ বাদামি পাখি—হলুদ বিচালি
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-ঘাসে—কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোনো কথা,

ধানের সোনার কাজ ফুরায়েছে—জীবনেরে জেনেছে সে—কুয়াশায় খালি
তাই তার ঘুম পায়—ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে এখনি সে—ক্ষেতের ভিতর
এখনি সে নেই যেন—ঝ'রে পড়ে অঘ্রাণের এই শেষ বিষণ্ন সোনালি

তুলিটুকু;—মুছে যায়;—কেউ ছবি আঁকিবে না মাঠে-মাঠে যেন তারপর,
আঁকিতে চায় না কেউ—এখন অঘ্রাণ এসে পৃথিবীর ধরেছে হৃদয়;
একদিন নীল ডিম দেখি নি কি?—দুটো পাখি তাদের নীড়ের মৃদু খড়

সেইখানে চুপে-চুপে বিছায়েছে;—তবু নীড়,—তবু ডিম,—ভালোবাসা সাধ শেষ হয়
তারপর কেউ তাহা চায় নাকো—জীবন অনেক দেয়—তবুও জীবন
আমাদের ছুটি দেয় তারপর—একখানা আধখানা লুকোনো বিস্ময়

অথবা বিস্ময় নয়—শুধু শান্তি—শুধু হিম কোথায় যে রয়েছে গোপন
অঘ্রাণ খুলেছে তারে—আমার মনের থেকে কুড়ায়ে করেছে আহরণ।

শীত শেষ

আজ রাতে শেষ হয়ে গেল শীত—তারপর কে যে এল মাঠে-মাঠে খড়ে
হাঁস গাভী শাদা-শ্লেট আকাশের নীল পথে যেন মৃদু মেঘের মতন,
ধানের সোনার ছড়া নাই মাঠে—ইঁদুর তবুও আর যাবে নাকো ঘরে

তাহার রূপালি রোম জ্যোৎস্নায় একবার সচকিত ক'রে যায় মন,
হৃদয়ে আস্বাদ এল ফড়িঙের—কীটেরও যে—ঘাস থেকে ঘাসে-ঘাসে তাই
নির্জন ব্যাঙের মুখে মাকড়ের জালে তারা বরং এ অধীর জীবন

ছেড়ে দেবে—তবু আজ জ্যোৎস্নায় সুখ ছাড়া সাধ ছাড়া আর কিছু নাই;
আছে না, কি আর কিছু? পাতা খড়কুটো দিয়ে যে-আগুন জ্বেলেছে হৃদয়
গভীর শীতের রাতে—ব্যথা কম পাবে ব'লে—সেই সমারোহ আর চাই?

জীবন একাকী আজো—ব্যথা আজো—এখন করি না তবু বিয়োগের ভয়
এখন এসেছে প্রেম;—কার সাথে? কোনখানে? জানি নাকো;—তবু সে আমারে
মাঠে-মাঠে নিয়ে যায়—তারপর পৃথিবীর ঘাস পাতা ডিম নীড় : সে এক বিস্ময়

এ-শরীর রোগ নখ মুখ চুল—এ-জীবন ইহা যাহা ইহা যাহা নয় :
রঙীন কীটের মতো নিজের প্রাণের সাধে একরাত মাঠে জেগে রয়।

এই সব

বার-বার সেই সব কোলাহল সমারোহ রীতি রক্ত,—ক্লান্তি লাগে যেন;
তাহারা অনেক জানে—এই দূর মাঠে আমি খুঁজি নাকো জীবনের মানে
শুধু এই মাঠ—রাত—আমারে ডেকেছে, আহা,—বলেছি : 'যাব না আর'—কেন

কেন যাব? এই ধুলো খড় গাভী হাঁস জ্যোৎস্না ছেড়ে আমি যাব কোনখানে,
সেখানে চিন্তার ব্যথা—ব্যথা না কি? আজ রাতে শুধু আমি শান্তির আকাশ
চেয়েছি যে—সেই ভালো—কথা কাজ প্রশ্ন শুধু ভুল করে—ব্যথা বহে আনে,

শান্তি ভালো; বাদামি পাতার ঘ্রাণ ভালো না কি? পাখির সোনালি চোখ—ঘাস
কোথায় বিবরে তার মাছরাঙা—তার রং তার নীড়—হৃদয়ের সাধ
এই নিয়ে কথা ভাবা এইখানে—ছবি আঁকা—মৃদু ছবি—নরম উচ্ছ্বাস;

ইঁদুর ধানের শিষ বেয়ে ওঠে : এই ছড়া এই সোনা আকাশের চাঁদ
এরা যেন নীড় তার—আমারো হৃদয় আজ চুপ হয়ে শুধু রং ঘ্রাণ
শুধু শান্তি—নিঃশব্দতা—আবিষ্কার;—এই সব এই সব সঞ্চয়ের স্বাদ

জীবনেরে এই ব'লে জানিতেছে—জ্যোৎস্না আরো শান্ত হয়ে ভরেছে উঠান
রাত্রি আরো ছবি হয়ে রূপ হয়ে ঘাসের কীটের মুখে শুনিতেছে গান।

তাই শান্তি

রাত আরো বাড়িতেছে—এক সারি রাজহাঁস চুপে-চুপে চ'লে যায় তাই,
এই শান্ত রাত্রিময় পৃথিবীরে ইহাদের পালকের নরম ধবল
তুলি দিয়ে আঁকে এরা—পৃথিবীতে এই বিজনতা যেন কোনোখানে নাই

এই ছবি—এই শান্তি—ঘাসের উপরে আজ আঁধার দেখায় অবিরল
এই সব; কোথায় উৎসব যেন শুধু রক্ত—শুধু রূঢ় বিবাহের গান
জীবনেরে অসম্ভ্রম;—পৃথিবী সম্ভ্রম ভুলে হতেছে না কঠিন চঞ্চল।

সন্ধ্যার মেঘের পথে দাঁড়কাক তবু জানে অন্য এক বিশ্রাম কল্যাণ
অন্য এক ক্ষমা শান্তি সমারোহ—আমিও শুনেছি সেই পাখিদের স্বর
নরম অধীর যেন—পথ ছেড়ে দূরে থেকে তখন উঠেছে কেঁপে প্রাণ

বিয়োগের কথা ভেবে—মাথার উপরে তারা বিকেলের সোনার ভিতর
হারায়েছে: কোন্ দিকে? শালের গলির ফাঁকে মাঠ ছুঁয়ে হামাগুড়ি দিয়ে
উড়েছে রাত্রির পেঁচা—এ-জীবন যেন দুটো মৃদু পাখা : তার 'পরে ভর;

জীবনের এই স্তব্ধ ব্যবহার অভিজ্ঞতা আমরা জেনেছি পরস্পর
তাই শান্তি : শান্তি এল মাঠে ঘাসে ডানা পাখি পালকের ছবি চোখে নিয়ে

পায়রারা

আমাদের অভিজ্ঞতা নষ্ট হয় অন্ধকারে—তারপর পাণ্ডুলিপি গড়ি
পুরোনো জ্ঞানের খাতা রক্ত ক্লেশ রোমহর্ষ চুপে চুপে করেছি সঞ্চয়
অন্ধকারে, অজন্তার ইলোরার রোম আলেকজান্দ্রিয়ার আমরা প্রহরী

মিউজিয়মের ছায়া বিবর্ণতা—চামড়া ও কাগজের বিষণ্ণ বিস্ময়
এই কি জগৎ নয় আমাদের? পৃথিবী কি চেয়েছিল এমন জীবন
সোনালি বেগুনি মেঘে যাহা কোনো ফড়িঙের পতঙ্গের পাখিদের নয়

সেই কথা চিন্তা কাজ সমারোহ স্তব্ধ করে রাখে কেন মানুষের মন!
অই দেখ পায়রারা এশিরিয়া মিশরেও ইহাদের দেখিয়াছি আমি
হাজার হাজার শীত বসন্তের আগে করে দিল্লী নিনেভ ব্যাবিলন

ইহাদের দেখেছিল—এসেছে ভোরের বেলা উজ্জ্বল বিশাল রোদে নামি
গভীর আকাশ আরো নীল করে দিয়ে গেছে ধবল ডানার ফেনা দিয়ে
এই কি জীবন নয়? আমাদের ক্লান্তি তবু ক্লান্তি তবু আরো বেশী দামী

জ্ঞান নাই চিন্তা নাই—পায়রারা সেই সব প্রতীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে
একদিনও ব্যথা আহা পায় না কি শুধু নীল আকাশের রৌদ্র বুকে নিয়ে।

যেন এক দেশলাই

সে কত পুরোনো কথা—যেন এই জীবনের ঢের আগে আরেক জীবন :
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকাবে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও ফের নি পিছে—তুমিও ডাক নি আর;—আমারও নিবিড় হল মন

যেন এক দেশলাই জ্ব'লে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজের স্তূপে
আমার এ-জীবনের বন্দরের; তারপর শান্তি শুধু বেগুনি সাগর
মেঘের সোনালি চুল—আকাশ উঠেছে ভ'রে হেলিওট্রোপের মতো রূপে

আমার জীবন এই; তোমারো জীবন তাই; এইখানে পৃথিবীর 'পর
এই শান্তি মানুষের; এই শান্তি। যত দিন ভালোবেসে গিয়েছি তোমারে
কেন যেন লেগুনের মতো আমি অন্ধকারে কোন্ দূর সমুদ্রের ঘর

চেয়েছি—চেযেছি, আহা. . ভালোবেসে না-কেঁদে কে পাবে
তবুও সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকাবে যখন গেলাম চ'লে চুপে
তুমিও দেখনি ফিরে—তুমিও ডাক নি আর—আমিও খুঁজি নি অন্ধকাবে

যেন এক দেশলাই জ্ব'লে গেছে—জ্বলিবেই—হালভাঙা জাহাজেব স্তূপে
তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকাবে যখন গেলাম চ'লে চুপে।

এই শান্তি

এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে—তারপর কতদিন আমি
তোমারে রয়েছি ভুলে—একদিন তুমি এসে বসেছিলে কখন এখানে
মুছেছে জীবন থেকে—ফড়িঙের মতো আমি ধানের ছড়ার 'পরে নামি

জীবনেরে বুঝিয়াছি; আমি ভালোবাসিয়াছি—সেই সব ভালোবাসা প্রাণে
বেদনা আনে না কোনো—তুমি শুধু একদিন ব্যথা হয়ে এসেছিলে কবে
সেদিকে ফিরি নি আর—চড়ুয়ের মতো আমি ঘাস খড় পাতার আহ্বানে

চ'লে গেছি; এ-জীবন কবে যেন মাঠে-মাঠে ঘাস হয়ে রবে
নীল আকাশের নিচে অঘ্রাণের ভোরে এক—এই শান্তি পেয়েছি জীবনে
শীতের ঝাপসা ভোরে এ-জীবন ভেলভেট জ্যাকেটের মাছরাঙা হবে

একদিন—হেমন্তের সারাদিন তবুও বেদনা এল—তুমি এলে মনে
হেমন্তের সারাদিন—অনেক গভীর রাত—অনেক-অনেক দিন আরো
তোমার মুখের কথা—ঠোঁট রং চোখ চুল—এই সব ব্যথা আহ্বণে

অনেক মুহূর্ত কেটে গেল, আহা,—তারপর—তবু শেষে শান্তি এল মনে
যখন বেগুনি নীল প্রজাপতি কাচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে।

বুনো হাঁস

বেগুনি বনের পারে ঝাউ বট হিজলের ডালপালা চুপে-চুপে নেড়ে
কে যেন বিছাতে চায় নীড় তার গাছের মাথার 'পরে হাঁসের মতন;
তারপর দেখা দেয় একবার;—নির্জন বনের এই বিস্মিত হাঁসেরে

দেখি আমি—রুপালি পালকে তার উড়ু-উড়ু জামপাতা ছায়া শালবন
পড়িতেছে—কালো-কালো শাখা ডাঁট দুলিতেছে ডিমের মতন বুকে তার;
কোনো পাখি দেখি নাই তাহার সন্ধ্যার নীড়ে চোখ মেলে বসেছে এমন

এমন কোমল স্থির নিরিবিলি পালকের রুপো দিয়ে বনের আঁধার
বুনেছিল; দূর বুনো মোরগের বুকে তাই এই রাতে জেগেছে বিস্ময়—
তাহার অধীর শব্দ শুনি আমি—সোনার তীরের মতো জলপায়রার

বুকে এসে এই জ্যোৎস্না ব্যথা দেয়—সহসা গভীর রাত ব্যস্ত যেন হয়
চাঁদের মুখের 'পরে অনেক মশার পাখা ছোট-ছোট পাখিদের মতো
উড়িতেছে;—মিষ্টি ব্যথা এই সব—জ্যোৎস্নার মাংস খুঁটে লয়;

শরের জঙ্গল নদী ছেড়ে দিয়ে বুনো হাঁস উড়ে চলিতেছে ক্রমাগত
চাঁদ থেকে আরো দূর চাঁদে-চাঁদে—কত হাঁস চাঁদ কত-কত।

বৈতরণী

কি যেন কখন আমি মৃত্যুর কবর থেকে উঠে আসিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে উড়িলাম
সাত-দিন সাত-রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
    পৃথিবীর আলো প্রেম ?
                        আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।

সাত-দিন শেষ হল—তখন গভীর রাত্রি পৃথিবীর পারে
আমারি মতন ক্ষিপ্র ক্লান্ত এক শকুনের পাল
দেখিলাম আসিতেছে চোখ বুজে উড়ে অন্ধকারে
তাহারা এসেছে দেখে পৃথিবীর সকাল বিকাল
                        ক্লান্ত ক্লান্ত শকুনের পাল !

শুধালাম : 'তোমাদের দেখেছি যে বৈতরণী পারে
সেইখানে ঘুম শুধু—শুধু রাত্রি—মৃত্যুর নদীর পারে, আহা,
পৃথিবীর ঘাম রোদ মাছরাঙা আলো-ব্যস্ততারে
ভালো কি লাগে নি, আহা,'—শুধালাম—
                        শকুনেরা শুনিল না তাহা,
                        ডুবে গেল অন্ধকারে, আহা !

একজন রয়ে গেল—বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা ঘুরায়ে সে মাঝ-শূন্যে থেমে :
'কোথায় যেতেছ তুমি ? পৃথিবীতে ? সেইখানে কে আছে তোমার ?'
'আমি শুধু নাই, হায়, আর সবই রয়ে গেছে—সেখানে এসেছি আমি নেমে
বৈতরণী : তার জলে,—যারা তবু ভালোবাসে—ভালোবাসিবার
                        পৃথিবীতে রয়েছে আমার !'

খানিক ভাবিল কি যে সেই প্রাণ—ক্লান্ত হল—তারপর পাখা
কখন দিয়েছে মেলে বৈতরণী নদীটির দিকে ;
বলিলাম : 'ঐ দেখ—দেখা যায় তমালের হিজলের অশথের শাখা
আর ঐ নদীটিরে দেখা যায়—আমার গাঁয়ের নদীটিকে—'
                        চ'লে গেল তবু সে যে কুয়াশার দিকে !

তারপর সাত-দিন সাত-রাত কেটে গেল পৃথিবীর আলো-অন্ধকারে
আবার চলেছি উড়ে একা-একা শকুনের কালো পাখা মেলে

পৃথিবীতে তাহাদের দেখিয়াছি—আজো তারা মনে ক'রে রেখেছে আমারে,
ভালোবাসে;—রক্তমাংসে থাকিতাম তবু যদি—আমার এ-সংসর্গের ভালোবাসা পেলে,
রোজ ভোরে রোজ রাতে আমারে নতুন ক'রে পেলে

তাহারা বাসিত ভালো আরো বেশী—আরো বেশী—এই শুধু—আর কিছু নয়—
সাত-দিন সাত-রাত তাহাদেব জানালায় পর্দায উড়ে-উড়ে কেবল ভেবেছি এই কথা
আবার পেতাম যদি সে-শরীর—সে-জীবন—তাহলে প্রণয় প্রেম সত্য হত; আজ তা বিস্ময
আজ তা বিস্ময় শুধু—শুধু স্মৃতি শুধু ভুল—হযতো কর্তব্য বিহ্বলতা :
সাত-রাত সাত-দিন পৃথিবীতে কেবলই ভেবেছি এই কথা।

তারপর মৃত্যু তাই চাহিলাম—মৃত্যু ভালো—মৃত্যু তাই আব এক বাব,
বিবর্ণ বিস্তৃত পাখা মেলে দিয়ে মাঝ-শূন্যে আমি ক্ষিপ্র শকুনেব মতো
উড়িতেছি—উড়িতেছি;—ছুটি নয়—খেলা নয়—স্বপ্ন নয়—যেইখানে জলের আঁধাব
বৈতরণী—বৈতবণী—শান্তি দেয—শান্তি—শান্তি—ঘুম—ঘুম—ঘুম অবিবত
তাবি দিকে ছুটিতেছি আমি ক্লান্ত শকুনের মতো।

নদীরা

ব'ইচির ঝোপ শুধু—শাঁইবাবলার ঝাড়—আর জাম হিজলের বন,—
কোথাও অর্জুন গাছ—তাহার সমস্ত ছায়া,—এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে অই নদী? এ-নদী কে?—ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে;—যেখানে মানুষ নাই—নদী শুধু—সেইখানে গিয়ে
শব্দ শুনি তাই আমি;—আমি শুনি—দুপুরেব জলপিপি শুনেছে এমন
এই শব্দ কত দিন;—আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার পথ দিয়ে

হেঁটে যেতে—ব্যথা পেয়ে: দুপুবে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন;
মনে হয় কোন্ শিশু মরে গেছে—আমারি হৃদয় যেন ছিল শিশু সেই;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতখানি আশা করে—আমিও তেমন

একদিন করি নি কি? শুধু একদিন তবু? কারা এসে ব'লে গেল: 'নেই
গাছ নেই—বোদ নেই-মেঘ নেই—তাবা নেই—আকাশ তোমার তরে নয়!'
হাজার বছব ধ'রে নদী তবু পায় কেন এই সব? শিশুর প্রাণেই

নদী কেন বেঁচে থাকে?—একদিন এই নদী শব্দ ক'বে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর;—মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়—শেষ হয়।

মেয়ে

আমার এ ছোট মেয়ে—সব শেষ মেয়ে এই
শুয়ে আছে বিছানার পাশে
শুয়ে থাকে—উঠে বসে—পাখির মতন কথা কয়
হামাগুড়ি দিয়ে ফেরে
মাঠে-মাঠে আকাশে-আকাশে।...

ভুলে যাই ওর কথা—আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন
বলে এসে : 'বাবা, তুমি ভালো আছ? ভালো আছ?—ভালোবাস?'
হাতখানা ধরি তার : ধোঁয়া শুধু
কাপড়ের মতো শাদা মুখখানা কেন!

'ব্যথা পাও? কবে আমি মরে গেছি—আজো মনে কর?'
দুই হাত চুপে-চুপে নাড়ে তাই
আমার চোখের 'পরে, আমার মুখের 'পরে মৃত মেয়ে;
আমিও তাহার মুখে দু'হাত বুলাই;
তবু তার মুখ নাই—চোখ চুল নাই।

তবু তারে চাই আমি—তারে শুধু—পৃথিবীতে আব কিছু নয়
রক্ত মাংস চোখ চুল—আমার সে-মেয়ে
আমার প্রথম মেয়ে—সেই পাখি—শাদা পাখি—তারে আমি চাই :
সে যেন বুঝিল সব—নতুন জীবন তাই পেয়ে
হঠাৎ দাঁড়াল কাছে সেই মৃত মেয়ে।

বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ, তাই ছোট বোনটিরে—
তোমার সে ছোট-ছোট মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি অন্ধকারে এত দিন
ঘুমাতেছিলাম আমি'—ভয় পেযে থেমে গেল মেয়ে,
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে—
ছোট বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

ব্যথা পেল সেই প্রাণ—খানিক দাঁড়াল চুপে—তারপর ধোঁয়া
সব তার ধোঁয়া হয়ে খ'সে গেল ধীরে-ধীরে তাই,
শাদা চাদরের মতো বাতাসেরে জড়াল সে একবার
কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক—
চেয়ে দেখি ছোট মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে—আর কেউ নাই।

নদী

রাইসর্ষের ক্ষেত সকালে উজ্জ্বল হল—দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল
তারি পাশে নদী;

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

অশথের ডালপালা তোমার বুকের 'পরে পড়েছে যে,
জামের ছায়ায় তুমি নীল হলে,
আরো দূরে চ'লে যাই
সেই শব্দ পিছে-পিছে আসে;
নদী না কি ?

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?

তুমি যেন ছোট মেয়ে—আমার সে ছোট মেয়ে :
যত দূর যাই আমি—হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে-পিছে আস,
তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি : আমারি নিজের শিশু সারাদিন
নিজ মনে কথা কয় (যেন)।

কথা কয়—কথা কয়—ক্লান্ত হয় নাকো
এই নদী

একপাল মাছরাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম—নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেই সব দেখে নাই।

কখন আমের বনে চ'লে গেছি
এইখানে কোকিলের ভালোবাসা কোকিলের সাথে,
এখানে হাওয়ায় যেন ভালোবাসা বীজ হয়ে আছে,
নদীর নতুন শব্দ এইখানে : কার যেন ভালোবাসা পুষে রাখে বুকে
সোনালি প্রেমের গল্প সারাদিন পাড়ে
সারাদিন পাখি তাহা শোনে; তবু শোনে সারাদিন ?
পাখিরা তাদের গানে এই শব্দ তবু
পৃথিবীর ক্ষেতে মাঠে ছড়াতে পারে না,
নদীর নিজের সুর এ যে।

নদী, তুমি কোন্ কথা কও?

গাছ থেকে গাছে, আর. মাঠ থেকে মাঠে রোদ শুধু মরে যায়
সব আলো কোন্ দিকে যায়!
নিজের মুখের থেকে রোদের সোনালি রেণু মুছে ফেলে নদী
শেষ রেণু মুছে ফেলে
সে যেন অনেক বড় মেয়ে এক—চুল তার ম্লান—চুল শাদা—
শুধু তার ফুল নিয়ে খেলিবার সাধ—
ফুলের মতন কোন্ ভালোবাসা নিয়ে,
ধানের কঠিন খোসা—খড়—হিম -শুকনো সব পাপড়ির মাঝে সেই মেয়ে
ইতস্তত ব'সে আছে:
গান গায়;
নদীর—নদীর শব্দ শুনি আমি।

নদী, তুমি কোন্ কথা কও!

তোমার সৌন্দর্য চোখে

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাব পৃথিবীর থেকে;
রূপ ছেনে তখনও হৃদয়ে কোনো আসে নাই ক্লান্তি—অবসাদ,
তখনও সবুজ এই পৃথিবীরে ভালো লাগে—ভালো লাগে চাঁদ
এই সূর্য নক্ষত্রেরা ডালপালা;—তখনও তোমারে কাছে ডেকে
মনে হয় যেন শান্ত মালয়ের সমুদ্রেরে পেল পাখি—দেখে
জ্যোৎস্নায় মালয়ালী—নারিকেলফুল সোনা সৌন্দর্য অবাধ
নরম একাকী হাত—জলে ভেজা মসৃণ:—এই রং সাধ
কৃমি হয়—কাদা হয়—তবু, আহা; চ'লে যাব তাই মুখ ঢেকে
তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চ'লে যাব পৃথিবীর থেকে।

তোমার শরীরে

বেঁচে থেকে হয়তো হৃদয় ক্লান্ত হবে, তাই সব থেকে স'রে
যখন ঘুমাব আমি মাটি ঘাসে—সেইখানে একদিন এসে
হয়তো অজ্ঞানে তুমি মাথা নেড়ে বলিবে : 'আমারে ভালোবেসে
ব্যথা পেল; আমি আজো ভালো আছি—তবুও গিয়েছে, আহা, ঝরে
সেই প্রাণ';—হয়তো ভাবিবে এই—তবু একবার চুপ ক'রে
ভেবে দেখো সে কী ছিল—একদিন পৃথিবীতে তোমার আবেশে
যখন আমার মন ভ'রে ছিল, মনে হত, চলিতেছি ভেসে
জ্যোৎস্নার নদীতে এক রাজহাঁস রুপোলি ঢেউয়ের পথ ধ'রে
কোন্ এক চাঁদের দিকে অবিরল—মনে হত, আমি সেই পাখি :
তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে, তোমার শরীরে
তাই তো মসৃণ তুলি হাতে লয়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভ'রে দিয়ে; চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে।

একরাশ পৃথিবীরে

তখন অনেক দিন হয়ে গেছে—চ'লে গেছি পৃথিবীর থেকে;
হয়তো ভাবিবে তুমি একদিন : 'ভুলেছি কি—তারে গেছি ভুলে
কেন, আহা!' আঙুল ঠোঁটের 'পরে রেখে দিয়ে চুপে চোখ তুলে,

ব্যথা পাবে একবার—সারারাত টেবিলের 'পরে মুখ ঢেকে
রবে তুমি—অনেক অনেক দিন—রাত কেটে যাবে একে-একে
ব্যথা নিয়ে; ভূত তবু আসে নাকো; কে তারে ঘাসের থেকে খুলে
ছেড়ে দেবে! ভূত নাই; ঘাসেও সে থাকে নাকো—তাই ক্লান্ত চুলে
বিনুনি রিবন বেঁধে—একরাশ পৃথিবীরে লবে তুমি ডেকে

ডেকে লবে ঝাছে তুমি ইহাদের : বাগানের ক্যানাফুল—আলো
জামরুলে মৌমাছি—বিড়ালের ছানাগুলো—শাদা-শাদা ছানা
ন্যাটাফল আতা ক্ষীর—কমলা রঙের শাল—এক ডিম উল
নতুন বইয়ের পাতা কবিতাব যেইখানে সহজে ফুরালো
পুরোনোরা; যেইখানে শেষ হল আমাদের শেষ ধুয়া টানা :
তারপর যেই সত্য স্বপ্ন এসে খুঁড়ে গেল আমাদের ভুল।

তোমারে দেখেছি, তাই

কেন ব্যথা পাবে তুমি? কোনোদিন বেদনা কি দিয়েছি হৃদয়ে
যত দিন পৃথিবীতে তোমাব আমার সাথে হয়েছিল দেখা,
তারপর আমি চ'লে গেলে পরে মনে কর যদি খুব একা
একা হয়ে গেছ তুমি—ভাব যদি কোথায সে ঘাসের আশ্রয়ে
চ'লে গেল– ভালোবেসে, মৃত্যু পেযে; এই ব্যথা ভযে
জেগে থাক যদি তুমি অন্ধকারে—সেজো নাকো ব্যথার রেবেকা :
তুমি প্রেম দাও নাই—[illegible]নি আমি—তবুও রক্তাক্ত কোনো রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীত মধু মোমের সঞ্চয়ে,
কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'বে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে;—
তোমারে দেখেছি আমি পৃথিবীতে—নতুন নক্ষত্র আমি ঢের
আকাশে দেখেছি তাই—তোমারে দেখেছে ভালোবেসেছে অনেকে
তাহাদের সাথে আমি—আমিও বিস্ময় এক পেযেছি যে টের
গভীর বিস্মস এক শুধু আর ম্লান হাত—চুল চোখ দেখে।
কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'রে আমি আসি নাই পৃথিবীব থেকে॥

সমাপ্ত

জীবনানন্দ দাশ প্রণীত

বনলতা সেন

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অসামান্য কবি জীবনানন্দ দাশ যদি কোনো একটি মাত্র গ্রন্থে তাঁর সার্থকতম পরিচয় রেখে গিয়ে থাকেন সে-গ্রন্থ 'বনলতা সেন'। তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চিত্ররূপময়'। 'প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল বড়োই নতুন এবং নিজস্ব তাঁর লেখা : বাংলা কাব্যের কোথাও তার তুলনা পাই না।' এই বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী। এককভাবে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বনলতা সেন'-এর তৃতীয় সংস্করণ, দাম ২৲

কবিতার কথা

'সকলেই কবি নয়। কেউ-কেউ কবি।' এবং তাঁদের মধ্যে জীবনানন্দের আসন প্রথম সারিতে। কবিতা ছাড়া, কবিতা বিষয়েই কতিপয় মূল্যবান প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন, যাতে পাঠকের পক্ষে 'খারাপ কবিতা থেকে ভালো কবিতা, এবং সব কবিতা থেকেই মহৎ কবিতা চিনে নেবার আগ্রহ' ক্রমেই শিক্ষিত হতে পারে। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে কাব্য বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, বোধ, অভিনিবেশ এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়, তাঁর কাব্যের মতোই একান্ত নিজস্ব ভাষায় বিধৃত হয়ে আছে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত এই সব আলোচনার প্রতি কাব্যের—বিশেষত আধুনিক কাব্যের পাঠকমাত্রই ঋণী বোধ করবেন। দাম ২৷৷০

সিগনেট প্রেসের বই